শবর-বালা।

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

প্রকাশিত।

ঢাকা, সুদর্শন-যন্ত্রে

প্রিণ্টার—শ্রীনবীনচন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত।

প্রথম সংস্করণ।

১৩০৩

মূল্য ।।৹ আনা।

মুখবন্ধ।

লেখিকার নিবেদন।

এই পুস্তকখানি যে সকলের নিকটে সমান আদরণীয় হইতে পারিবে, ইহার এমন কোন শক্তি কিম্বা আমার এ রকম কোন আশা নাই। কিন্তু যদি কেহ নিজ-মহত্ব গুণে 'বিরাজ' ও 'আলো'র দুঃখ-কাতর-মলিন মুখ দুখানির আদর করেন, তবে তাহাতে তাঁহাদের মহৎ হৃদয়ের মহিমা প্রকাশিত এবং সরল প্রতিমা বালিকা দুটীর দুঃখ-ভার লাঘব হইবে এবং তদ্দর্শনে আমার ক্ষুদ্র জীবনে আনন্দ ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইবে।

শবর-বালা।

প্রথমদৃশ্য। বনপথ।

(তীরধনু হস্তে প্রভাকর ব্যাধের প্রবেশ)

প্রভাকর। (চতুর্দ্দিগে সচঞ্চল দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে)। কত ঘুর্‌লেম, কত অন্বেষণ কর্‌লেম, কিন্তু হরিণ টরিণ কিছুইত পেলেমনা, না জানি আজ কি কুক্ষণে যাত্রা করেছিলেম, তা দূর হক্‌গে যা, আর একটু দেখে বাড়ী ফিরে যাব, বিরাজ আমার বন হতে ফল টল যা কিছু নিয়ে আসে তাই গোবিন্দকে নিবেদন করে দিয়ে দুজনে খেয়ে থাক্‌ব। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। বন।

(বিরাজ ও তাহার প্রতিবেশিনী অপর বালিকাগণের প্রবেশ)।

সকলে।—গান।—

আমরা বনবালা, সুখে করি বনে খেলা,
বনফুলে গাঁথি মালা, ফুলের সিঁথি, ফুলের বালা,
পরি সবে মনের সুখে বেড়াই বনে ধরে গলা।

বিরাজ।—(সকলের প্রতি) আয় ভাই, সকলে মিলে ফল ফুল তুলে বাড়ী যাই, বাবা হয়তো এখনি শিকার নিয়ে ফিরে আস্‌বেন, বেলা প্রায় যায় যায় হয়েছে, গোবিন্দকে খাওয়াতে হবে।

সকলে।—তবে চল। (সকলের প্রস্থান)।

তৃতীয় দৃশ্য। মুনির আশ্রম।

(গান করিতে করিতে মুনির প্রবেশ)।

মুনি।— গান।—

বৃথা কেন মন, রলে অচেতন,
মোহ-মায়া পাশে ;
বলরে এভবে, কেবা সুখি কবে,
(সুধু) ঘুরে ফিরে মরে বিফল আশে।
মঙ্গল কারণ, হরির চরণ,
(সদা) ভজ মন হৃদে ;
বিষয়ের আশা, সুখের পিপাসা,
দেও না রে ঢালি তাঁহারি পদে ॥

(প্রভাকর ব্যাধের প্রবেশ)।

প্রভাকর।—(সচিন্তিতভাবে) কি বিপদ হল, এ যে দেখি মুনির আশ্রম, এখানেতো শিকার করা হবেনা যাই তবে অন্য বনে খুঁজি গে। (গমনোদ্যত)

মুনি।—(প্রভাকরের প্রতি) আকৃতি পরম সুন্দর কিন্তু নীচ ব্যবসায়ী, কে তুমি ?—

প্রভাকর।—(প্রণত হইয়া) প্রভু! আমার নাম প্রভাকর ব্যাধ, আমি গোবিন্দের দাস!

মুনি।—প্রভাকর!! প্রভাকরের নাম শুনেছি, সে নাকি বড় হরিভক্ত, তুমি কি সেই প্রভাকর?

প্রভাকর।—প্রভু! ভক্তির কিছুই জানিনে, আমি অতি অধম, অতি নীচ জাতি, সেই মহান্ পুরুষের সাধনা করিতে কোন মতেই সমর্থ নই, তবে কিনা এসংসারে আমি আমার বিরাজকে যেমন স্নেহকরি, হরিকেও তেমন ভালবাসি, প্রভু! তারা দুটী ব্যতিত আমার আর কেহ নাই।

গান।—

আমি অতি অধম জাতি—(আমার)
আর যে কেহ নাই ;
(আমার) বিরাজ যে ভাবে আমার হৃদয়ে জাগে,
হরি সেভাবে আমার প্রাণে বিরাজে,
বিরাজ হরি হারা হলে কাঁদিয়ে বেড়াই।
আমার আর যে কেহ নাই॥

মুনি।—আহা কি সরলতা! কি মধুরতা! প্রভাকর! তুমিই হরির যথার্থ সাধক, আমরা কেবল আড়ম্বর ও অহঙ্কারের দাস। উচ্চ নাম এবং মান অভিমানের উচ্চ সোপানে দাঁড়াইয়া অবিরত মোহের মদিরা পান করিতেছি, আমার হরি লাভ হবে না। প্রভাকর! তুমি কখনই নীচ জাতি নও, তোমার দেব-প্রকৃতি—তুমি দেবতা। এস ভাই! তোমায় আলিঙ্গন করি, তোমার পরশে এহৃদয় পবিত্র করে হরি লাভে সমর্থ হই। (আলিঙ্গন)

প্রভাকর।—(শশব্যস্তে) প্রভু! একল্লে কি? ছুঁয়ে ফেল্লে? তোমাকে যে স্নান কত্তে হবে।

মুনি।—স্নান কর্‌ব কেন ভাই? তোমাকে স্পর্শ করে যে আমার হৃদয় পবিত্র হল, আমার জাতি ভেদ ঘুচে গেল, এত দিনে আমি হরিদর্শনে অধিকারী হলেম।

(অদূরে বংশীধ্বনি)

প্রভাকর।—(চঞ্চল হইয়া) প্রভু! এখন আমি চল্লেম, অদূর বনে ঐ বংশীধ্বনি শুনা যাচ্ছে, বুঝি অপর ব্যাধগণ হরিণ অন্বেষণে এসেছে, আমিও যাই। (গমনোদ্যত, বাধা দিয়া)

মুণি।—প্রভাকর! তোমার একথাটী শুনে প্রাণে বড়ই ব্যথা পেলেম, ভাই! 'সর্ব্বজীবে সমভাব' এর মত আর ধর্ম্ম নাই, প্রাণী হিংসা ক'র না, তা হলে যে মহাপাতকী হবে, হরি তোমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, সে পরম পবিত্র স্থানকে কলঙ্কিত ক'রনা।

প্রভাকর।—প্রভু! আপনি বলেন কি? এমন নূতন কথা আর যে কখন শুনি নাই, প্রভু! আমার জ্ঞান সত্ত্বে কোন পাপের কার্য্য করি নাই কারণ দোষের কার্য্যে অগ্রসর হলে হরি আমার হৃদয়ে থেকে বলেছেন—'প্রভাকর! এমন কাজ ক'রনা', তাতেই আমি নিরস্ত হয়েছি, কিন্তু হরিণ শিকার করি বলে যদি আমার পাপ হতো তবে কি আমার হরি আমায় নিষেধ কত্তেন না? প্রভু! আমায় ক্ষমা করুণ, আপনার এই আজ্ঞাটী পালন কত্তে পার্‌বনা, হরি না বল্লে আমি কোন কাজ ছাড়িনে।

মুনি।—(দুঃখিত হইয়া) প্রভাকর। হরি তোমায় নিষেধ

করেছেন, কিন্তু তুমি হয়তো মোহের বশে তা শুন্‌তে পাওনি, কিম্বা শুনেও বুঝ্‌তে পার নি, ভাই! সংসারের প্রাণী যে হরির প্রাণ, প্রাণী-বধে বাধা না দিয়ে কি তিনি থাক্‌তে পারেন? প্রভাকর! তোমার ভুল হয়েছে, বিনয় করি—তুমিআজ হতে এপাপের কাজ পরিত্যাগ কর।

(অদূরে পুনঃ বংশীধ্বনি)

প্রভাকর।—(অতিব্যস্ত হইয়া) প্রভু! আমি আর থাক্‌তে পারিনে, ঐ শুনুন ব্যাধগণ শিকার সংগ্রহ ক'রে, আনন্দমনে বংশীধ্বনি কত্তে কত্তে বাড়ী যাচ্ছে, আমি সারাদিন ঘুরে কিছুই পেলেম না, আমার আজকার দিনটী বৃথা গেল, দেখি যদি যাওয়ার সময় কিছু নিয়ে যেতে পারি।

(অধিরভাবে বংশীধ্বনি করিতে করিতে
বিজন বনে প্রভাকরের প্রস্থান)।

মুনি। (বিষন্ন মনে ও করযোড়ে)

হরি! দীনবন্ধু! পতিতে কর কৃপাদান,
তুমি বিনে পাপী তাপীর (আর) নাহি পরিত্রাণ।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। বন।

(এক লতা মণ্ডপের পাশে অর্দ্ধ শায়িতা
বস্থায় একটী বালিকার অবস্থান)।

বালিকা।—দুদিন ধরে কিছু খাইনে, বড় ক্ষুধা পেয়েছে, কি খাব কোথা কি পাব, আমিতো কিছুই চিনিনে কিছুই জানিনে,

থাকুক—এখন এখানে একটু ঘুমাতে চেষ্টা করি তা হলেই ক্ষুধা সেরে যাবে। (শয়নে উদ্যত)

(ভয় চকিতভাবে একটী হরিণ শিশুর প্রবেশ এবং
বালিকার কোলের পাশে আশ্রয় গ্রহণ)।

বালিকা।—(সস্নেহে হরিণ শিশুর গাত্রে হস্ত স্থাপন করিয়া) হরিণশিশু! ভয় পেয়েছ? ভয় কি? আমার কোলের পাশে শুয়ে থাক, কেউ কিছু কত্তে পার্‌বেনা, আমি দুহাতে তোকে ছেঁড়া কাপর খানি দিয়ে ঢেকে রাখ্‌ব। হরিণ শিশু! তোমার মা কি তোমায় মার্‌তে এসেছে? তা আসুকনা কেন? মায়ের মেরে কি ভয় কত্তে আছে? দেখ তুমি একটু খানি আমার কাছে লুকিয়ে থাক, তবেই দেখ্‌বে তোমার মা তোমায় না দেখ্‌তে পেয়ে কেমন কেঁদে আকুল হবে এখন। হরিণ! আমিও আমার মায়ের সাথে একদিন এমন করেছিলেম, মা আমায় মার্‌তে এসেছিলেন আমি সেই ভয়ে তাঁকে না জানিয়ে কিছু দূরে একটী দেব-মন্দিরে লুকিয়েছিলাম, মা কত অন্বেষণ করে একদিন পরে সেই মন্দিরে যেয়ে আমায় দেখ্‌তে পেলেন, কিন্তু একটী বারও আমাকে মার্‌লেননা, কেবল দুটীহস্ত প্রসারণে আমায় কোলে তুলে নিয়ে পাগলের মত ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে আমার মুখের পানে চেয়ে রইলেন, আর তাঁর নয়ন হতে ঝর্‌ ঝর্‌ করে জল পর্‌তে লাগ্‌ল, আমি ভাই, মায়ের সে চেহারা দেখে আর স্থির থাকতে পাল্লেমনা তাঁর কাঁধে মাথা রেখে কেঁদে ফেল্লেম, মা আমায় কত চুমো দিয়ে কত আদর কত্তে কত্তে বাড়ী নিয়ে এলেন। সে দিন আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা কল্লেম, 'যদি মা আমায় মেরে

ফেলেন তবু তাঁকে ছেড়ে আর কোথাও লুকাব না,' সে হতে মাকে ফেলে এক তিলও কোন খানে যাইনি। হরিণ শিশু! আমার দুঃখের কথা কি বল্‌ব, আমি ভাবলেম আর মাকে ছাড়িবনা কিন্তু মা'ই আমায় একাকী ফেলে পালালেন! হরিণ আমার! পালানের মানে বুঝলেতো? না, হয়তো বুঝ্‌তে পারনি, এস তোমায় বুঝিয়ে বলি, দেখ হরিণ! আজ চারিদিন হল আমার মা ম'রে গেছেন, মা ছাড়া আমার আর কেহ নাই, মায়ের জন্য সকল সময়েই বুকটা ধব্‌ ধব্‌ ক'রে কেঁপে উঠে, যদি ভেঙ্গে যায় সে জন্য আমি দুহাতে বুকটাকে জোরে ধরে রাখি। দেখ ভাই? মায়ের কথা ভাব্‌লে আপ্‌না হ'তেই আমার চ'খে জল পড়ে।

(বালিকার রোদন ও হরিণ শিশুর কাতর দৃষ্টি)

বালিকা।—(হরিণশিশুকে কোলে লইয়া সস্নেহে) ওকি হরিণ! অমন ক'রে চেয়ে র'লে কেন? তুমিও কি আবার আমার মায়ের মত কেঁদে ফেল্‌বে? না—না—তা হবেনা, মা কেঁদে-ছিলেন ব'লেই তাঁকে হারিয়েছি, তোমায় আমি প্রাণান্তেও কাঁদতে দিব না, তুমি ম'রে গেলে তোমার মা কেঁদে কেঁদে যখন তোমার জন্য আমার কাছে এসে দাঁড়াবে তখন আমি কি বল্‌ব? হরিণ! অমন আকুল ভাবে মুখের পানে চেয়ে থেকনা তাহলে আমার মায়ের কথা আরও বেশী মনে হবে, এই বুঝি আবার চ'খে জল আসে না না আর কাঁদ্‌বনা, এস তোমায় কোলে নিয়ে এই লতাকুঞ্জে হেলান দিয়ে ব'সে থাকি, তোমার মা এলে তার কাছে ছেড়ে দিব।

(হরিণ শিশু ক্রোড়ে লতাকুঞ্জে হেলান দিয়া বালিকার অবস্থান, কুঞ্জের অপরদিগ দিয়া প্রভাকর ব্যাধের প্রবেশ)।

প্রভাকর।—(চঞ্চল পদে ও চঞ্চল নেত্রে চারিদিগ অন্বেষণ করিতে করিতে)।

কোথা গেল, যদিও সারাদিন পরে একটী হরিণ শিশু পেলেম তা'ও আবার হাত ছাড়া হয়ে পালিয়ে এল, এইদিগেইতো এসেছে, খুজে দেখি আর একটুক।

(অন্বেষণও একলতা কুঞ্জের অপর পাশে উপস্থিত হইয়া চুপি চুপি দেখিতে দেখিতে)।

এই যে পেয়েছি, এবার ধর্‌বই ধর্‌ব, আর হাতছাড়া হ'তে পারবেনা, কেমন চুপ্‌টী করে স্বর্ণলতার পাশে ব'সে আছে, তা থাকুক, এতদূর হ'তে তীর ছুর্‌লে ওর গায়ে লাগবেতো? লতা পাতায় ঠে'কে তো ব্যর্থ হবেনা! না তা হবেনা, এমন ক'রে তীর মার্‌ব লতা তো লতা, গাছ হলেও তা ফুঁরে হরিণ শাবককে বিদ্ধ করবে। আর সময় নষ্ট করবনা, তীর ছুঁরি।

(বালিকার গাত্র লক্ষ করিয়া সবেগে তীর নিক্ষেপ, ও তীর বিদ্ধ হইয়া বালিকার পতন)।

বালিকা।—(যাতনায় ছট্‌ ফট্‌ করিতে করিতে)

উঃ—গায় কি ফুট্‌ল!! আমার যে প্রাণ যায়, আমি মলেম, হরিণ শিশু! তোমাকে তোমার মায়ের কাছে দিয়ে য়েতে পাল্লেম না, উঃ হু আমি যা—ই—।

(বালিকার অচেতন হওয়ন ও মুখে রক্ত পতন ও শশব্যস্তে প্রভাকর ব্যাধের প্রবেশ)।

প্রভাকর।—(রুধিরাক্ত দেহে বালিকাকে পতিত দেখিয়া)

একি ! আমি কি কল্লেম ! হায় ! হায় ! এযে দেখি একটী শিশুমেয়েকে মেরে ফেলেছি,হায় ! কি দুর্ভাগ্য ! কি দুর্ভাগ্য ! আমি কেন এবনে এসেছিলেম, কেন ভাল ক'রে না দে'খে তুচ্ছ লোভের বশে এমন আলোকময়ী অমূল্য রত্ন বিনাশ কল্লেম ! দূর হতে ভেবেছিলাম বুঝি অন্য লতার পাশে স্বর্ণলতাও আছে, তা'ই আমি স্বর্ণলতা লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করেছিলেম, তখনতো জানি নাই যে এ নির্জ্জীব স্বর্ণলতা নয়, এ জীবন্ত সোনার প্রতিমা ! আমারই জন্য এই জ্যোতির্ম্ময়ী বালিকা রুধিরাক্ত দেহে ধরায় লুণ্ঠিত হচ্ছে ! হা ধিক্ আমাকে ! ধিক্ আমার নীচ জঘন্য পশুবৃত্তিকে ! হায় ! সন্ধ্যা হয়ে এল এখন কি করিব ! না, আর বিলম্ব করা হবে না একে বাড়ী নিয়ে যাই, দেখি যদি কোন উপায় কত্তে পারি।

(বালিকার মূমুর্ষু দেহ বক্ষে লইয়া প্রভাকরের প্রস্থান)।

পঞ্চম দৃশ্য।

প্রভাকর ব্যাধের কুটীর। গোবিন্দ মন্দির-সম্মুখ।

(বিরাজ ও অন্যান্য বালিকাগণের প্রবেশ)।

বিরাজ।—(সকলের প্রতি) দেও দেখি ফুল ফল গুলি, ভাল করে মনের মত সাজিয়ে রেখেদি, বাবা দেখে সুখী হবেন।

অন্যবালিকাগণ।—এই নেও, আচ্ছা বিরাজ দিদি ! একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার বাবা, নিজে না খেয়ে কোন ফল গোবিন্দকে নিবেদন করেন না, আর নীচ জাতী হয়েও নিজ হাতে গোবিন্দ-পূঁজা করেন, এজন্য তাঁকে অনেকেই প্রা-

ণের সহিত ভাল বাসে, কিন্তু কেহ কেহ আবার ঘৃণা ও নিন্দা করে কেন ?

বিরাজ।—যাঁরা ভালমানুষ তাঁরা বাবার হরিভক্তি ও সরল বিশ্বাস দেখে ভাল বাসেন, আর যারা ভণ্ড এবং অল্পবুদ্ধি তারাই বাবাকে ঘৃণা করে এবং পাপীষ্ঠ ও ভণ্ড বলে।

বালিকাগণ।—বিরাজ দিদি! তাতে তোমার পিতা তাদের উপর রাগ করেননা ?

বিরাজ।—রাগ করবেন কেন? তিনি বলেন,—"বিরাজ! তোকে ভাল বাসি বলে যদি কেউ আমায় মন্দ বলে, তা ব'লে কি তোকে ভাল বাস্‌বনা ?" দেখ্ বিরাজ! বাহিরের আড়ম্বরে হরিলাভ হয়না, হরি পূঁজায় হৃদয়ের ভক্তি ভালবাসা চাই, তুই মা, কারু কথা শুনিস্‌নে, সদা ভক্তিভরে হৃদয় খুলে হরি সেবা কর্‌"।

বালিকাগণ।—আহা! কথা গুলি বড় সুন্দর! সত্য সত্যই ভক্তি না হলে হরি মিলেনা।

বিরাজ।—(গোবিন্দ মূর্ত্তির নিকটে ফল ফুল রাখিয়া) সন্ধ্যা হয়ে এল, কই বাবা তো এখনও এলেননা।

বালিকা গণ। সন্ধ্যা হয়েছে, বিরাজ দিদি! আমরা তবে বাড়ী যাই।—(বিরাজ ব্যতিত অপর বালিকাগণের প্রস্থান)।

বিরাজ।— গান।

মোরা না জানি সাধন, না জানি ভজন,
নইহে হরি জ্ঞানী মহাজন,
কেবল তুমি মোদের ভরসাহে,
তুমি এজীবনধন, তুমিহে হৃদয় মন,

মোদের তুমি বিনে আর নাহি কেহ এভব পাথারে ;—
গোবিন্দহে দয়া করে, যেওনা কভু মোদের ছেড়ে
সুখে দুঃখে (সদা) রেখ ঢেকে দিয়ে শ্রীচরণ।

(গোবিন্দ মূর্ত্তি বক্ষে লইয়া বিরাজের চুম্বন)।

অধীর ভাবে প্রভাকরের প্রবেশ।

প্রভাকর।—(শশব্যস্তে) বিরাজ ! মা আমার !—শিগ্‌গীর এস সর্ব্বনাশ হয়েছে, দেখ্‌মা, তোর বাবার মরণকাল উপস্থিত !—

বিরাজ।—(দ্রুত পদে পিতার নিকটে আসিয়া) কেন বাবা ! এমন ব্যাকুল ভাবে ডাকৃছ ? আমার প্রাণ বড়ই অধীর হয়ে উঠেছে, এ বালিকা কে বাবা ? আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে।—

প্রভাকর।—আর কি বুঝ্‌বে মা ! তোমার পিতা আজ নারী-হত্যা, শিশুহত্যা এ দুই মহাপাপে হস্ত ও হৃদয়কে কলঙ্কিত করেছে, শীঘ্র মা এ'কে বাঁচাবার উপায় কর, মা, আমার বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পেয়েছে, আমি সচেতনে অচেতন হয়েছি। আমি হরিণ মার্‌তে যেয়ে সোনার লতা ভ্রমে অতুল্য জীবন্ত প্রতিমার মূলচ্ছেদ করেছি।

বিরাজ।—(বালিকার দেহ কোলে লইয়া সাশ্রুনয়নে) আহা ! এমন সুন্দর মেয়ে আর কখন দেখিনি বাবা ! এ যদি না বাঁচে তা হলে কি হবে ?

প্রভাকর।—(কাঁদিতে কাঁদিতে) কি আর হবে মা ! তোর—বাবা মরে যাবে।—

বিরাজ।—তুমি কেঁদনা বাবা ! আমি নিশ্চয়ই বালিকার

প্রাণ বাঁচাব, গোবিন্দ কাছে থাক্‌তে আমাদের ভয় কি? এই দেখ, গোবিন্দ চরণামৃত সিঞ্চনে এখনি এ'র সকল যন্ত্রণা দূর হবে।—

(বালিকার ক্ষত স্থানে গোবিন্দ চরণামৃত সিঞ্চন ও বালিকারমুখে অধিক রক্তপতন,)

বিরাজ।—(নিরাশ হইয়া) গান।

হরি! এ করিলে কি! আমরা পাতকী—
দিলে কি প্রভু তারই ফল,
হেন কি দোষ করেছি বল, কেন পিতা কর ছল,
তুমি যদি ত্যজ নাথ! (মোদের) উপায় হবে কি?

(উভয়ের রোদন)

প্রভাকর।—বিরাজ! আর উপায় কিছু হবে না, হরি আমায় ত্যাগ করেছেন, মা! লোকে যে আমায় ভণ্ড বলে তা মিছে নয়, সত্য সত্যই হরি আমার সেবায় তুষ্ট হননি। আমি মুনির বাক্য অবহেলা ক'রে কি পাপের কার্য্যই করেছি, হরিকে বিশ্বাস ক'রে আমার এই ফল হল, আর না—আর হরিপূঁজা কর্‌বনা, স'রে যা মা, এই অসির আঘাতে গোবিন্দ মূর্ত্তি দ্বিখণ্ড করে ফেলি, তাতে আমার কিছু পাপ হবে না, যে পাপ আজ করেছি তা হতে গুরুতর পাপ এসংসারে আর কিছু নেই।

(উন্মাদের ন্যায় গোবিন্দের প্রতি অসি উত্তোলন)

বিরাজ।—(বাধা দিয়া) এমন কাজ করো না বাবা! গোবিন্দের কি দোষ? হরিণবধে যে পাপ হয়েছে আজ হরি আমাদিগকে তার দণ্ড দিলেন, তিনি যে পরম ন্যায়বান

ঈশ্বর, তাঁরকাছে কি অন্যায় বিচার হতে পারে? বাবা! তুমি ক্ষান্ত হও, হরির উপর রাগ ক'রনা।—

প্রভাকর।—না মা! আজ হরিকে ক্ষমা করবোনা, তাঁরই দোষে আমার এপাপ সঞ্চিত হয়েছে, সে যদি আমার অন্যায় কাজে বাধা দিতো তবে আমি কখনই এমন পাপে লিপ্ত থাক্‌তেমনা। প্রতিজ্ঞা কল্লেম, যদি হরিকে প্রাণের সহিত ভক্তি, ভালবাসা দিয়ে থাকি, তবে নিশ্চয়ই তাঁর প্রতিশোধ দিব। এই আমি শূণ্যে তীরে নিক্ষেপ কল্লেম, সেই কুট-চক্রি হরির রুধিরাক্ত বক্ষ না দেখ্‌লে আমার মরণে শান্তি হবেনা।

(সবেগে শূণ্যে লক্ষ্য করিয়া প্রভাকরের তীর নিক্ষেপ)।

বিরাজ।—(কাতর হইয়া) বাবা! এ কল্লে কি? হরি যে আমার প্রেমময়, তিনি কি সেবকের মনোভিলাষ পূর্ণ না ক'রে থাক্‌তে পারবেন? আহা! এতুরন্ত তীর যে দয়াময় হরির বুকে বিদ্ধ হবে, না জানি হরি কত ব্যথা পাবেন! বাবা! তুমি কি পাগল হলে?

প্রভাকর।—(উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া) হাঁ, মা! আমি পাগল হয়েছি, আমার মৃত্যু সময় উপস্থিত!

(উভয়ের অশ্রুপতন)

(সহসা চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া প্রভাকরের সম্মুখে তীর-বিদ্ধ রুধিরাক্ত বক্ষে হরির আবির্ভাব)।

হরি।— গান।

আমার হৃদয়ে বিঁধেছে তীর,
(তোরা) ত্বরা খুলে দে,
আঘাতে পরাণ হয়েছে অধীর

(তোদের) হৃদয়ের মাঝে নেগো মোরে নে।
এরুধির ধারা তোদের প্রেম ছাড়া
আর কিছুতে যাবেনা,
(তোরা) যে আছিস্ ভবে,—আয় সবে,
(আমায়) তোদের হৃদয়ের মাঝে নে গো তুলে নে।

প্রভাকর—(হরির চরণে পতিত হইয়া)

গান।

একি হরি! তব করুণা নেহারি
পাপীতাপী দুঃখীর দ্বারে হে,
আমি পাপী নীচ, দণ্ড সমুচিত
দিতে যে উচিত আমারে হে,
(তা না হয়ে) এত দয়া কি আমায় সাজে?
এই অসি ধর, মোর শিরশ্ছেদ কর,
ফেলে দাও প্রভু! অনন্ত নরকে,
তবে সুবিচার যে হবে হে
হরি! আমায় মেরে ফেল,
আমার প্রাণের বাসনা নাই হে।
আহা! নবীন নীরদ অঙ্গে
ভীম অস্ত্রাঘাত,
প্রভু! প্রাণে যে সহেনা আর
তব বক্ষে রুধির ধারা হেরে হে,
আমায় মেরে ফেল নাথ!
হৃদয় বেদনা নিবারি॥

(হরির করে অসি প্রদান)।

হরি ।—(প্রভাকরকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রভাকর! আর অনুতাপ ক'রনা তোমার প্রাণের অকপট গভীরপ্রেমে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আহা! সবাই যদি তোমার মত হতো তবে আর আমায় প্রেমের তরে দ্বারে দ্বারে কেঁদে বেড়াতে হ'তনা, প্রভাকর! কেউ যে'আমায় চায়না, আমার নয়নে জল দেখে কারও মন যে ভিজেনা, আরো বৃথা আমার উপর দোষারোপ ক'রে সকলে পাপের স্রোতে অঙ্গ ঢেলে দেয়; প্রভাকর! আমায় কি চিরদিনই এমন করে ভবের দ্বারে কেঁদে বেড়াতে হবে? কেউ কি আমার হৃদয়ের বেদনা বুঝে ব্যথিত হবেনা? বৎস। তুমিও আমার উপর বৃথা দোষ দিয়ে ভীষণ পাপে লিপ্ত হয়েছিলে. জীবহত্যা মহাপাপ একথা কি তোমার প্রাণে থেকে আমি বার বার বলি নাই? কিন্তু মোহের ঘোরে তুমি তাহা বুঝেও বুঝ্‌তে পার নি, সে যা হইক, যখন তোমার অনুতাপ হয়েছে, যখন তুমি নিজেই নিজের পাপের জন্য ব্যাকুল হয়ে পাপ প্রবৃত্তি পরিত্যাগে প্রস্তুত হয়েছ, তখন আর তোমায় কি দণ্ড দিব? আশীর্ব্বাদ করি—তোমার এ সাধু প্রকৃতি যেন চিরদিন অটল থাকে, আমি আজ একান্ত প্রাণে তোমায় ক্ষমা করলেম।

প্রভাকর।—(ব্যাকুলভাবে) দীননাথ! তুমি দীনে দয়া কল্লে, কিন্তু অদৃষ্টের তো আমার প্রতি দয়া হলোনা! আমি যে বালিকার জীবন হত্যা করেছি তাকে তো বাঁচাতে পাল্লেম না, হরি! এপাপের জন্য অনন্ত নিরয়ে আমার চিতা প্রস্তুত হইতেছে সেই জলন্ত অগ্নি মাঝে আমায় জীবন্ত জ্বল্‌তে হবে,

প্রভো! আমায় এমন দয়া কল্লে কেন? এ দয়াতে যে আমার যন্ত্রণা বৃদ্ধি হল, মেরে ফেল, নাথ! এপাপী অধমকে মেরে ফেল, তোমার চরণ পরশে আমি পাপ-মুক্ত হয়ে যাই।

(হরির চরণ ধরিয়া রোদন)।

হরি।— (সস্নেহে তুলিয়া) প্রভাকর! আর কেঁদোনা, তোমার পাপ-যাতনার শেষ হয়েছে, বালিকার অঙ্গে একবার ভক্তি-ভরে গোবিন্দ চরণামৃত সিঞ্চন করেছিলে কিন্তু তখন তোমার প্রেম পরীক্ষার জন্য বালিকা প্রাণ পায় নাই, এখন আবার সেই চরণামৃত উহার ক্ষত স্থানে ঢেলে দাও নিশ্চয়ই আরোগ্য হবে। প্রভাকর! তোমার প্রেমের পরীক্ষা হয়েছে, জান্‌লেম তুমি আমার পরম পবিত্র সন্তান। তোমা হতে আমি ধন্য হলেম।

(প্রভাকর ও বিরাজ কর্ত্তৃক বালিকার অঙ্গে হরি-চরণামৃত সিঞ্চন, বালিকার চেতনা লাভ)

বালিকা।—(চকিত নয়নে চারিদিগে চাহিয়া) হরিণ শিশু! এখনওকি আমার পাশে একা বসে আছ? আহা! বড় কষ্ট হয়েছে তোমার, এস কোলে করি। তোমায় একাকী রেখে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলেম, রাগ করোনা আমার সঙ্গে!

(হরিণ শাবককে না দেখিয়া)

আমার সে সুন্দর হরিনটী কোথায়? তার মা কি তাকে নিয়ে গিয়েছে?

বিরাজ।—হাঁ, সে তার মায়ের কাছে গেছে, বলিকা! হরিণ শিশুটীর মত আমিও তোমায় ভালবাসি, একবার আমার কোলে এস। (বালিকাকে ক্রোড়ে ধারণ)

প্রভাকর।—(সকাতরে) হরি ! দয়াময় ! তোমার অসীম করুণায় আজ এ পাপীর জীবন রক্ষা হল, প্রভো ! আর এ জ্বালাময় সংসারে আমায় ফেলে রেখে যেও না, কৃপা ক'রে অধমকে তোমার চির শান্তিময় চরণাশ্রয়ে নিয়ে চল।

হরি।— গান।

চল মম সনে, অমৃত সদনে,
(সদা) প্রেমের-বারি করিবি পান,
সংসারের দাপে, বিষয়ের তাপে
আর না ব্যাকুল হইবে প্রাণ ;
পাপ, প্রলোভন, দুঃখের দহন,
হিংসা, দ্বেষ আদি কিছু নাই সেথা,
(সেথা) নিজ সুখ তরে, কেহ যে অপরে
দেয় না গো কভু মরমে ব্যথা।

প্রভাকর।—হরি ! তোমার দয়ায় প্রাণ যে অধীর হল, একবার দাঁড়াও প্রভো ! মনের সাধে তোমায় পূঁজা করে নি। (বিরাজের প্রতি) মা ! ফল ফুল কোথা রেখেছ নিয়ে এস, আজ আমার জীবন সার্থক করি।

(ফল ফুল লইয়া বিরাজের প্রবেশ)।

প্রভাকর।—হরি ! দীন দুঃখীর পূজা গ্রহণ কর। (হরির চরণে কুসুম প্রদান) প্রভো ! বিরাজ আমার বন হ'তে ফল এনেছে, তোমায় আজ নিজ হাতে প্রাণ ভ'রে খাওয়াব, কিন্তু দেখি আগে সুস্বাদ কিনা।—(দুটী ফল লইয়া আস্বাদ গ্রহণান্তর) বেশ মিষ্টিফল !—(হরির মুখে ফল প্রদান)।

হরি।—বড় মিষ্টিফল, প্রভাকর! তোমার প্রেম মুখাস্বাদিত ফলটী বড়ই মিষ্ট হয়েছে, তোমার সরল প্রাণ, সরল বিশ্বাস বড় মধুর! এখন চল তবে, তোমায় নিয়ে আনন্দ ধামে যাই।

প্রভাকর।—আজ আমার বড় সুখের দিন! হরি আমায় স্বর্গে নিয়ে যাবেন, আয় মা বিরাজ! একবার তোমায় কোলে ক'রে নি, আর যে মা! তোমার সঙ্গে দেখা হবেনা।

(বিরাজকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন ও বিরাজের রোদন)।

প্রভাকর।—ও কি মা! কাঁদিস্ কেন? বাবা তোর স্বর্গে যাবে, এ সময়ে কি কাঁদ্‌তে আছে? তুই মা এতদিন একা ছিলি, আজ তোর একটী বোন্ মিলেছে; বালিকা নিরাশ্রয়া বড় দুঃখিনী, আহা! ওকে আদর করিস্, বিষণ্ন দেখ্‌লে কোলে ক'রে শান্তনা দিস্ মা। আর আমার গোবিন্দকে ফেলে কোথাও যেও না, ফুলদ্বারা পূঁজা কর্‌তে ভূ'ল না, ভাল ফল এনে আস্বাদ গ্রহণ ক'রে হরিকে দিও, দে'খ যেন টক ফল হয় না, যাঁকে মা এত ভালবাসি, তাঁকে কি মন্দ জিনিষ দিতে আছে? মা! পবিত্র হৃদয়ে ভক্তিভরে গোবিন্দের পূঁজা করো। বালিকাকে নিয়ে দুটীতে বোনের মত থেকো, এ যেন তোমায় 'পর' ব'লে জান্‌তে না পারে। সর্ব্বদা নির্ম্মল অন্তরে হরিগুণ গান ক'র, আমি আশীর্ব্বাদ করি।

(বিরাজের মস্তকে হস্তার্পণ ও মুখচুম্বন, ব্যাকুল ভাবে বিরাজের রোদন)।

বিরাজ।—(কাঁদিতে কাঁদিতে) বাবা! আমায় ফেলে যাবে তুমি? আমার যে আর কেউ নেই, আমি তোমায় না দেখে কেমন করে থাক্‌ব?

প্রভাকর।—(সাশ্রু নয়নে) সেকি মা! একা থাক্‌বে কেন? প্রেমময় হরি কি আমাদিগকে একা ফেলে রাখেন? মা! এত অধীর হ'ওনা, তা হ'লে যে আমার স্বর্গে যাওয়া হবেনা, বিরাজ! মা আমার! আর কেঁদো না; হরি তোমার সঙ্গে থাক্‌বেন, তিনিই তোমাকে আমার মত ভাল বাসবেন।

(বিরাজের নীরবে অশ্রুবর্ষণ)

হরি।— গান।

আয় গো বালা, হৃদয় আলা
ক'রে থাক আমার সবে,
ফে'ল না আর অশ্রুজল,
হাসি মুখে কথা বল,
দেখ্‌লে তোদের মলিন মুখ
প্রাণ যে মম আকুল হবে;
ভব-সরে বাঁধি ভেলা,
মনের সাধে কর খেলা,
প্রেম ভরে ডাক্‌বে যখন
হরি তোদের কাছে যাবে।
কেন কাঁদ আকুল হয়ে,
বল্‌ গো তোদের ভয় কি তবে?

(হরির পীতবসনে বিরাজের অশ্রু মোচন,
ও প্রভাকরকে লইয়া অন্তর্ধান)।

ষষ্ঠদৃশ্য। বন।

বালিকা ও বিরাজের প্রবেশ।

বিরাজ।—কি তোমার নামটী ?

বালিকা।—'আলো'।

বিরাজ।—আলো ? বেশ, নাম ! আয় আলো ! আমার কোলে আয়, তোকে কোলে নিয়ে বুক ঠাণ্ডা করি ; আহা ! তুই না থাক্‌লে যে বাবার শোকে আমি পাগল হতেম।

আলো।—না না, তুমি আমায় কোলে নিতে পার্‌বে না, কষ্ট হবে, আমি যে বড় ভারি !

বিরাজ।—ষাট্‌, অমন কথা ব'লনা অমন সুন্দর শরীরটী শুকিয়ে যাবে। কণ্টকময় বন পথ চল্‌তে পার্‌বে না, কোলে এস।

(ক্রোড়ে ধারণ)

আলো।—দেখ ! তোমাকে আমার মায়ের মত মনে হয় কেন বল দেখি ? তোমায় কি 'মা' ব'লে ডাক্‌ব ?

বিরাজ।—মায়ের মত মনে হয় ? তা অমন হয়ে থাকে, আমি যে তোমাকে তোমার মায়ের মত ভালবাসি ; দেখ আলো ! আমি তোমার দিদি, কিন্তু আমার স্নেহ তোমার জননীর সমান। আলো ! আমি তোমার দিদি ; প্রাণ দিয়ে তোমায় ভালবাসি।

গান।

দিদি আমি, কিন্তু
স্নেহেতে জননী হই তোর।
প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, বুকে নিয়ে স্নেহে ভাসি,



হেরি তব চারু মুখ
পরাণ বিভোর,
স্নেহেতে জননী আমি তোর ॥

[প্রস্থান]

—:—

সপ্তম দৃশ্য।

গোবিন্দ-মন্দির সম্মুখস্থ সরোবর তীর !

[দুইজন লোকের প্রবেশ]

১ম লোক।—কত পথ হেঁটে এসেছি, বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে; (দ্বিতীয় লোকের প্রতি) এস হে, এই সরোবরটায় স্নান ক'রে নি ; অই সম্মুখে একটী মন্দির দেখ্‌তে পাচ্ছি নে'য়ে উঠে দেখি, যদি কোন বিগ্রহ থাকেতো পূজা দিয়ে আসি, কার্য্যে সুফল হবে ।

২য় লোক।—আচ্ছা।

(উভয়ের স্নানান্তর মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান)

—:—

অষ্টম দৃশ্য। বনপথ।

বনফুলে সুশোভিত হইয়া বনফল হস্তে বিরাজ, আলো প্রভৃতি বালিকাগণের প্রবেশ !

অন্য বালিকাগণ।—বিরাজ দিদি ! আলো বড় সুন্দর গীত গাই[...]কে একটী গাইতে বল না ?



বিরাজ।—আলো! বোন্! লক্ষ্মী দিদি আমার! গাইতে পার তুমি? একটী গাও দেখি শুনি।

আলো।—(হাসিতে২) দিদি শুন্‌বে তোমরা? আচ্ছা গাই।

গান।

আমি আমার মায়ের মেয়ে,
মা আমায় কত আদর করে;
দিবা নিশি জেগে থাকে,
(আমার) মুখখানি তার বুকে রাখে,
শতবার চুমো খায়
সে চুম্বনে সুধাক্ষরে।
সারাটী রাতি আঁচল পাতি,
হীরা মতির মালা গাঁথি,
চাঁদের আলো, ফুলের বাস
যতনে (রাখে) আমার তরে।
মা আমায় কত আদর করে॥

অন্য বালিকাগণ।—কেমন বিরাজ দিদি! সত্য বলেছিনা? কেমন সুন্দর গান! নয়?

বিরাজ।—হাঁ, (আলোকে কোলে লইয়া সস্নেহে) আহা! দিদি আমার! একটী গানেই যে মুখ খানি একেবারে ঘেমে গেছে, বল্ দেখি আলো! তোকে আমি কোথায় রাখ্‌ব? বুকে নিলেও যে সাধ মিটে না। [বক্ষে ধারণ]

আলো।—(আহ্লাদিত হইয়া) দিদি! তুমি যদি গান ভালবাস তবে এমন আরও অনেক তোমায় শুনাব, এগুলি আমার মা আমায় শিখিয়েছেন।

বিরাজ।—আচ্ছা, আমি রোজ তোমার গান শুন্‌ব; খুব সুন্দর গাইতে পার তুমি, শুন্‌তে বড় ভালবাসি।

অন্য বালিকাগণ।—(একটু আবদারের স্বরে) ও বিরাজ দিদি! তুমি একা শুন্‌বে বুঝি? আমরাও কিন্তু শুন্‌ব!

[সকলের প্রস্থান]

—:—

নবম দৃশ্য। গোবিন্দ-মন্দির।

দুইজন লোক উপবিষ্ট। বিরাজ প্রভৃতি বালিকাগণের প্রবেশ।

বিরাজ।—(লোকদ্বয়ের প্রতি) তোমরা কে?

উভয়ে।—আমরা ব্রাহ্মণ। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে হেথায় একটু বিশ্রাম কচ্ছি, এখনি আবার যেতে হবে। মা! তোমাদের দুটো ফুল দাও তো, পূজো ক'রে যাই; আহা! বড় সুন্দর বিগ্রহ!

বিরাজ—(সাহ্লাদে) পূজো করবে? আচ্ছা, এই নেও সবগুলি ফুল ফল নিয়ে পূজা কর; বড় খুসি হ'লেম। (সকলের ফল ফুল প্রদান)।

ব্রাহ্মণ।—(পূজার আসনে উপবিষ্ট হইয়া) এ বিগ্রহ পূজা কে করে?

বিরাজ।—আমরাই।

ব্রাহ্মণ।—তোমরা কেন? তোমাদের পিতা কোথায়?

বিরাজ।—(সাশ্রুনয়নে) স্বর্গে গেছেন।

ব্রাহ্মণ।—তাইতো! ব্রাহ্মণ কন্যাদের তো পূজোর অধিকার নেই। তা কি করবে! বিগ্রহতো উপবাসী রাখ্‌তে পারেনা; সেজন্যেই বুঝি কন্যেরা পূজো দেয়, তাদিক্।—(বিরাজের প্রতি) আচ্ছা মা! পূজোর আয়োজনটা করে দেও দেখি।

বিরাজ।—(সানন্দে) আয় ভাই! সকলে মিলে ফলফুল সুসজ্জিত ক'রে, থরে থরে রেখে দি, আমরা তো ভাই মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানিনে, যা মনে আসে তাই বলেই গোবিন্দকে পূজো করে থাকি; আজ ওঁরা কত সুন্দর ক'রে পূজো কর্‌বেন, তা ভেবে আমার প্রাণে বড়ই আহ্লাদ হচ্ছে।

(বালিকাদিগের পূজার আয়োজন করিয়া দেওয়া)।

ব্রাহ্মণ।—বড় সুন্দর সাজায়েছতো!—(বিরাজের প্রতি) মা! তোমার ব্যবহার দেখে বোধ হচ্ছে তুমি কোন সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত ব্রাহ্মণের কন্যা হবে; মা! তোমার পিতার নাম কি?

বিরাজ।—ঠাকুর! আমরা ব্রাহ্মণ নই; আমার স্বর্গস্থ পিতার নাম প্রভাকর ব্যাধ।

ব্রাহ্মণ।—(আশ্চর্য্য হইয়া) য়্যাঁ! তুমি শবরের মেয়ে? বল কি? একেবারে তাজ্জব হলেম যে। হাঁড়ি ডোমের কন্যা হয়ে দেপ্‌তা ছুঁয়েছ, ব্রাহ্মণকে ছুঁয়েছ? তোমাদের প্রাণে একটু ভয় নেই? আশ্চর্য্য! কত বড় বড় লোকে আমাদের সাধ্য সাধনা ক'রে পূজো কর্ত্তে নিতে পারে না, আর কতগুলো ছোটলোকের মেয়ে আমাদের নিয়ে তামাসা খেল্লে! ছি! ছি! ছি! কি ঘৃণার কথা!! (রাগ হইয়া বিরাজের প্রতি) দেখ্, তোদের যেমন দেপ্‌তা, সেইরূপ পূজো করে যাই। এর মধ্যেতো দেপ্‌তা নেই, নীচ জাতির স্পর্শে এ

এখন মাটীর পুতুলের অধম হয়ে গেছে! কি দুর্ভোগ! এই স্নান ক'রে এলেম, আবার স্নান কত্তে হবে।

(পদাঘাতে পূজার ফল ফুল ও গোবিন্দ-মূর্ত্তি মাটীতে নিক্ষেপ করিয়া ক্রোধান্ধ ব্রাহ্মণ দ্বয়ের বেগে প্রস্থান)।

সকল বালিকাগণ।—(ব্যস্ত হইয়া) আহা হা! দেখ, দেখ, গোবিন্দকে মাটীতে ফেলে দিয়ে গেল! তুলে নেও, শীঘ্র কোলে তুলে নেও! আহা! গোবিন্দের গায়ে ধুলা লেগেছে, অভিমানে মুখখানি মলিন হয়ে গিয়েছে। এস, এস. সবে মিলে অঞ্চল দিয়ে মুখখানি মুছেদি।

(আলোর গোবিন্দকে ক্রোড়ে ধারণ, ও সকলের বসনাঞ্চলে গোবিন্দ-মূর্ত্তি মুছিয়া দেওয়া)।

বিরাজ।—(দুঃখিত হইয়া) আহা! দেখেছ, এত যত্নের হৃদয়ারাধ্য দেবতা আমাদের, তাঁকে অনাদর করে গেল! আমার বক্ষ বিস্তৃত থাক্‌তে বল দেখি তারা গোবিন্দের উপর পদাঘাত কল্লে কেন? আহা! দেখ, দেখ, অমন সুন্দর ফল ফুল গুলি তাও চরণে দলিত কল্লে! আহা! আমার যে বড়ই দুঃখ হচ্ছে, আমি আর স্থির থাক্‌তে পারিনে। (গোবিন্দকে বক্ষে লইয়া বিরাজের রোদন)।

আলো।—(অধীর হইয়া) ওকি দিদি! তুমি কাঁদ্‌বে? তবে আমিও কাঁদি। (আলোর নয়নে দর দর ধারে জলপতন)

অন্য বালিকাগণ।—(অধির হইয়া সাশ্রুনয়নে) বিরাজ দিদি! তুমি কেঁদনা, দেখ! তোমার কান্না দেখে আলো যে কেঁদে সারা হ'ল। গোবিন্দ যে আজ কিছুই খায় নি, তাঁকে খাওয়াবে না? কেবল কি কাঁদ্‌বেই দিদি? ফুল দ'লে দিয়েছে?

দিক্‌না ! গোবিন্দের অবমাননা করেছে ? আমাদের সকলকে হীন জাতি ব'লে ঘৃণা করেছে ? তা করুকনা, সেজন্য তোমার দুঃখ কি ? দেখ, আমরা হীন জাতি ব'লে গোবিন্দ তো ঘৃণা করেন না ! তবে আমাদের দুঃখ কি ? এস দিদি ! আমরা আবার বনে গিয়ে মনমত ফুল ফল নিয়ে আসি ; মন্ত্র তন্ত্রে আমাদের প্রয়োজন কি ? আমরা প্রাণভরা ভক্তি মাখা কথায় গোবিন্দের আরাধনা করবো ; তিনি তা'তেই খুসি হবেন। দিদি, দিন যে চ'লে গেল, এস, হৃদয় পূরে প্রেম দিয়ে গোবিন্দের পূঁজা করি।

বিরাজ।—(ব্যগ্রস্বরে) তাইতো ! চল, শীঘ্র চল; বেলা যে চলে গেল, গোবিন্দকে খাওয়াব কখন ?

(সংহাসনে গোবিন্দ মূর্ত্তি স্থাপন, ও
চঞ্চল ভাবে সকলের প্রস্থান)।

দশম দৃশ্য। প্রান্তর।

(কন্দর্প ও কন্দর্প-রমণী গণের প্রবেশ)।

১ম কন্দর্প।—আজি এই বিজন প্রান্তরে
খেলিব এক মনমত খেলা ;
মরমে পেয়েছে ব্যথা
কয়টী বালিকা, হেথা
আসিবে লইতে ফল ফুল।
(তাদের) মলিন আনন-প্রফুল্লিব আমি
বড়ই হয়েছে সাধ ;

আয় তোরা সবে, তাদের সনে
(সানন্দে) খেলি এই বেলা॥

২য় কন্দর্প।—আজ্ঞাধীন ভৃত্য সম
রয়েছি গো কাছে,
কি বাসনা বল তব,
কি করিতে হবে?

১ম কন্দর্প।—অতি সুশোভন মন মুগ্ধকর
(এক) মায়া বন হেথা করিব সৃজন,
যারে যাহা বলি করিবে সকলি,
(সবে) এই সাধ মম করহ পূরণ॥

সকলে।—দেহ আজ্ঞা
করিব পালন।

১ম কন্দর্প।—এস সবে মিলে রচি
প্রমোদ কানন,
অই দেখ দূরে, দুঃখ শ্রান্ত প্রাণে,
আসিতেছে বালিকা সকল;
দেখি ওরা ক্ষুদ্র প্রাণে
কত ভক্তি ধরে॥

একাদশ দৃশ্য।

কন্দর্পের মায়া কানন।

(বিরাজ, আলো প্রভৃতি বালিকা গণের প্রবেশ)

বিরাজ।—কতদূরে এসে পড়েছি, এ বন তো আর কখনও

দেখিনি। দেখেছ কেমন সুন্দর বন! দিবা নিশি এ'র সৌন্দর্য্য দেখে পড়ে থাক্‌তে ইচ্ছা করে। আহা! কেমন সুন্দর! বিমল বাতাস, ফুলের সৌরভ মেখে এসে আমাদের দুঃখ শ্রান্তি ভরা, ধূলি মাখা গায়ে আলিঙ্গন দিচ্ছে। আহা! দেখ, ফুল গুলি কেমন প্রস্ফুটিত হয়ে আমাদের পানে চেয়ে আছে; লতা পাতাগুলি কেমন দুলে দুলে, আমাদের কোলে নিবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। আ মরি! প্রাণ যে আমার ভ'রে গেল, ওরা এত আদর, এত ভালবাসা কোথায় শিখ্‌লে? দুঃখির প্রাণে এমন শান্তি ঢেলে দিতে ওদের কে শিখালে?

(ফুলের ভূষা পরিয়া পাগলিনীর বেশে
একটী কন্দর্প রমণীর প্রবেশ)।

কন্দর্প রমণী।— গান।

আমি প্রেমরাণী,
প্রেম বিনে আর কিছুত জানিনি;
লতা পাতা ফুলের গায়
প্রেম ঝ'রে প'রে যায়,
আমি বাতাসে প্রেম ঢেলে রাখি
দিন যামিনী।
যার প্রাণে দুঃখ আছে
আয়না কেন আমার কাছে,
হাসি রাশি ফুটা'য়ে দিব
প্রেমের ভায়॥

কন্দর্প রমণী।—(বিরাজ প্রভৃতি সকলের প্রতি) দেখ্, দেখ,

দেখ্, আমি কেমন সেজেছি! দেখ্! তোরা আমার ফুলের গয়না নিবি? এই নে; (ফুলের গয়না প্রদান)। শোন্ শোন্, তোরা এখানে কেন এয়েছিস্ বল্ দেখি? আমার বাগানের ফুল নিতে? তা তোদের দিবনা; আচ্ছা, এই যে ফুলগুলি ফুটে আছে বল্ দেখি এগুলি কার? আমার? বুঝেছি তোরা ফুল নিতে এয়েছিস্; আমি তোদের ফুল দিবনা। এ ফুলের বন কার বল্ দেখি? এ বন আমার! বুঝ্লি? এ বন আমার! এবন আমার!! এবন আমার!!! আমি তোদের ফুল দিব না। না, না, দিব বইকি? তোরা আমার উপর রাগ করিস্নে; ওমা! অইযে তোদের মুখখানি মলিন হল, ওকি, কাঁদ্বি নাকি? না, কাঁদিস্নে, তোদের পায়ে পড়ি কাঁদিস্নে। দেখ্, তোরা কাঁদিলে আমার প্রাণে বাজ্বে। নে, নে, যত পারিস্ ফুল তুলে নে; ইচ্ছে হ'লে আমার বাগান সুদ্ধ নিয়ে যা। আমি যাই তোদের আর কিছু বল্বনা।

(প্রস্থান)

বিরাজ।—আহা! কি বিমোহিনী মূর্ত্তি! পাগলিনীর ভান্ ক'রে এসেছে, কিন্তু ওঁতো পাগল নয়; যেন দেবী প্রতিমা! ইচ্ছে হয় ওঁর চরণের ধূলা নিয়ে গায়ে মাখি। আহা! যেখান দিয়ে চলে গেছে সেখানে যেন সুধার সাগর ব'য়ে যাচ্ছে, ওঁর চরণ তলে প্রেম উছলে পড়ে; আহা! প্রকৃতই উনি প্রেমের রাণী।

আলো।—(ব্যস্ত হইয়া) দিদি! তোমাদের যে ফুল তুলে নিতে বলে গেল, ফুল নেবেনা?

অন্যবালিকাগণ।—হাঁ দেখ বিরাজ দিদি! ফুল নেবনা? সন্ধ্যা হয়ে এল, বাড়ী যাবে কখন? গোবিন্দের কথা কি ভুলে গেলে?

বিরাজ।—(চকিত হইয়া) না, না, গোবিন্দকে ভুলি নাই, তা কি হতে পারে? এস ফুল তুলি।

(ফুল তুলিতে প্রবৃত্ত, অন্তরালে
কন্দর্পের প্রবেশ)।

কন্দর্প।— প্রেমে বিভোরা বালা
গোবিন্দ পূজিতে করে
কুসুম চয়ন,
কত ভক্তি ধরে দেখি
পরীক্ষিয়া মন। (প্রস্থান)

আলো।—(ফুল তুলিতে তুলিতে) দিদি! অই সুন্দর ফুলগুলিতে আমি দুটী মালা গাঁথুব, একটী গোবিন্দের, আর একটী তোমার; তোমাকে না দিতে পাল্লে কিছুতেই আমার মন খুসি হবেনা দিদি।

অন্যবালিকাগণ।—আমাদের মালা দেবে না আলো?

আলো।—(সহাস্থে) দুটী মালা গেঁথে যদি
সময় হয়, তবে তোমাদের দিব।

সকলে।—(সহাস্থে) আচ্ছা, তাই দিও।

(ভয়ঙ্কর বরাহ বেশে কন্দর্পের প্রবেশ)।

বালিকাগণ।—(সভয়ে বিরাজকে বেষ্টন করিয়া)
দিদি! দিদি! অই দেখ, কেমন ভয়ঙ্কর বরাহ! মেরে ফেল্‌বে, বড় ভয় করে দিদি! আমাদের ঢেকে রাখ।

বিরাজ।—(শশব্যস্তে ও সস্নেহে সকলকে ধারণ করিয়া) ভয়কি? ভয়কি? অমন করে কি পালাতে আছে? গোবিন্দ উপবাসী রয়েছে, সন্ধ্যা হয়ে এল, একি পালাবার সময়? দেখ! এখন যদি পালাই, তবে গোবিন্দ মনে কর্‌বে আমরা তাঁকে ভাল বাসিনে; ছি! ছি! কি লজ্জার কথা! তোমরা ভয় ক'রনা, এই যে আমি তোমাদের আগে রয়েছি তবে আর ভয় কি?

(সকলকে পশ্চাতে রাখিয়া বরাহের
সম্মুখ ভাগে বিরাজের দণ্ডায় মান)।

দেখ, আমাকে না মেরে ফেল্লে তোমাদিগকে ছুঁতেও পার্‌বে না, আমি আছি তোমাদের আগে, আর আমাদের সকলের আগে হরি আছেন, ভয় কি তবে? বরাহ কোন্ ছার গোবিন্দের অসীম প্রেমের কাছে! আমরা যদি গোবিন্দের পূজা অবহেলা করে এখন পালাই, তবে গোবিন্দের অবমাননা করা হবে। এস, প্রাণের মায়া ভুলে গিয়ে সকলে মিলে ফুল তুলি।

সকলে।—(আহ্লাদিত হইয়া সমস্বরে)
না, না, না, গোবিন্দের অবমাননা করা হবেনা। প্রাণ যায় যাক্, চল দিদি! আমরা ফুল তুলে নি।

(পুষ্প চয়ণ করিতে করিতে)

সকলে।— গান।

আয় তুলি ফুল ফল পাতা
কাননে যত পাই;
ফুল ফল নিব, গোবিন্দে পূজিব,
আমরা কি ছার্ বরাহে ডরাই?

চায় যদি প্রাণ নিতে, দিব যে হৃদয় পেতে,
হরি বিনে জানিনে কো,
প্রাণে মায়া নাই।
আমরা কি ছার্ বরাহে ডরাই ॥

(সকলের নিকটে ক্রোধোন্মত্ত ভাবে বরাহের আগমন)।

সকলে।—বরাহ ! তোর যা ইচ্ছে হয় তাই করে চলে যা; আমরা তোর দিকে ফিরে ও চাইবনা,তা হলে গোবিন্দ আমাদের উপর অভিমান করবেন ! আমরা তোকে ভয় করিনে।

(বরাহ রক্ষকের বেশে দ্বিতীয় কন্দর্পের প্রবেশ)।

বরাহ রক্ষক।—(বরাহের প্রতি) ওরে বেলাদাস ! তুই এখানে পালিয়ে এসেছিস্ ? আরে ওখানে গেলি কেন ? ওদের কি ছুঁতে পারিবি ? দেখ্লিতো ওরা রাজার মেয়ে ; এদের কাছে যাস্‌নে। আয় ! আয় ! এদিগ পানে চলে আয়।

(বরাহের গলদেশ ধারণ করিয়া, আদর
করিতে করিতে বরাহ রক্ষকের প্রস্থান)।

বিরাজ।—(আনন্দ ভরে) দেখেছ ? গোবিন্দের দয়া দেখেছ ? আমরা মনে মনে ভয় পেয়েছি জে'নে তিনি আপনা হ'তেই বরাহের গতি ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। আহা ! তাঁর প্রেমে একেবারে ডুবে থাক্‌তে ইচ্ছে হয়। (গোবিন্দের উদ্দেশে) দয়াময় ! আমরা না বল্লেও তুমি আমাদের মনের কথা বুঝে ফেল, আমাদের কতই ভালবাস তুমি !

গান।—

তোমার মত কে মন জানে ?
প্রাণের কথা লওগো টে'নে
পশি পরাণে।

প'ড়ে যদি ভবের ফাঁদে,
ভয় পেয়ে উঠিগো কেঁদে,
(কাছেএসে) নয়নের জল দেওগো মুছে
অতি যতনে।
তোমার মত কে মন জানে ॥

(প্রফুল্ল মনে ফুল পাতার গায়ে গা
ঢালিয়া সকলের কুসুম চয়ন)।

দুটী বালিকার প্রবেশ।

১ম বালিকা।—এসনা দিদি ? ফুল তুলি ! কেন ? তুমি অমন লজ্জা কর কেন ? যার বিয়ে হয় তার কি ফুল তুল্‌তে নেই ?

২য় বালিকা।—না, না, আমি ফুল তুল্‌বনা ; এইখানে দাঁড়িয়ে থাকি, তুমি ফুল তুলে নিয়ে এস।

১ম বালিকা।—আচ্ছা, আমি ঐদিগে যাই, ওখানে বড় সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে। (একদিগে অগ্রসর হইয়া)।

গান।—

আমরা দুটী স্বাধীন মেয়ে,
(স্বাধীন) ফুলের হাওয়া ব'য়ে যায়
গায়ের উপর দিয়ে।
(কত) ফুটেছে ফুল, বন আলো করে,
(সব) ফুলের মুখে শিশির ঝরে,
আয় ফুল ! তোদের তুলে নে যাই
কাল যে আমার দিদির বি'য়ে ॥

(দুই হাতে আলোর মুখখানি ধারণ)

ওমা ! এ কেমন ফুল ! ও দিদি ! শিগ্‌গির এস, দেখ এসে

কেমন সুন্দর ফুল ধরেছি! (দ্বিতীয় বালিকার আগমন) দিদি দেখ, যে ফুল মনে ক'রে এয়েছিলেম সে ফুল কিন্তু নয়! এ'কয়েকটী কচি কচি মেয়ের সুন্দর মুখ! ধ'রে ফেলেছি আর ছেড়ে দেবনা, যতন করে আমাদের বাড়ী নিয়ে গিয়ে মাথায় পরব। দেখ দিদি! ফুল তোলার পরিশ্রমে ওদের মুখখানি ঘে'মে গেছে, আমি তাই দে'খে মনে করেছি বুঝি ফুলের গায়ে শিশির ঝরছে, কেমন দিদি! ওদের বড়ই সুন্দর মুখ! না?

২য় বালিকা।—তাইত! খুব সুন্দর! ওদের সকলকে আমাদের বাড়ী নিয়ে চলনা?

১ম বালিকা।—(আহ্লাদিত হইয়া সকলের প্রতি) এস, তোমাদের সকলকে নিয়ে বাড়ী যাই; কাল আমার দিদির বি'য়ে, দেখ তোমাদিগকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে দিদি আমার দাঁড়িয়ে আছেন, তোমরা গেলে কতই খুসি হবেন! যাবেনা?

বিরাজ। (উভয় বালিকার প্রতি) তোমাদের অতি সুন্দর স্বভাব দে'খে বড়ই আহ্লাদিত হলেম। কিন্তু দেখ, গোবিন্দ আমাদের উপবাসী রয়েছেন, সে বনে আমরা বিনে তাঁর আর কেউ নেই, সারাটী দিন আমাদের মুখ চেয়ে অনাহারে আছেন, সেজন্যই ভাই তোমাদের সঙ্গে যেতে পাল্লেমনা; আমাদের উপর রাগ ক'রনা।

১ম বালিকা। (ব্যস্ত হইয়া) রাগ কর্‌ব কেন? তোমাদের দে'খে প্রাণে কতই আহ্লাদ হচ্ছে, কেমন সুন্দর মুখ! মুখখানি দে'খে কোলে যেতে ইচ্ছে করে। (বিরাজের প্রতি) তুমি আমাকে কোলে নেবে?

বিরাজ। (হস্ত প্রসারণ করিয়া) নেব বইকি ? এস। (বালি-কাকে ক্রোড়ে ধারণ)।

আলো। (অগ্রসর হইয়া) দিদি ! আমাকে কোলে নেবেনা ?

বিরাজ। (হাসিয়া) তোমাকেও নিতে হবে ? আচ্ছা। (দুটী কক্ষে দুজনকে লইয়া বিরাজের দণ্ডায়মান।)

১ম বালিকা। (বিরাজের মুখের দিগে চাহিয়া) হাঁ দেখ ! তোমার কোলে কি অমৃত প্রস্রবন ? আর যে আমার নেবে যেতে ইচ্ছে হয়না ! আমাকে সুধার ধারায় ডুবিয়ে দিলে তুমি ! রিম্ রিম্ ঝিম্ ঝিম্ ক'রে গায়ের উপর দিয়ে যেন কেমন এক আনন্দের বাতাস ব'য়ে যাচ্ছে, তোমার কোলে আর একটু প'ড়ে থাকি, নাবিয়ে দিওনা আমায় ?

বিরাজ। (সস্নেহে) নাব্‌বে কেন ? থাকনা ?

১ম বালিকা। না, না, অনেকক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে আছ, আর রাখ্‌তে পার্‌বে কেন ? এখন নেবে পড়ি। (আলোর হাত ধরিয়া) এস ভাই নেবে দাঁড়াই, আহা ! দুজনকে কোলে নিয়ে ওঁর কতই কষ্ট হয়েছে !

আলো। (ব্যস্তহইয়া বিরাজের প্রতি) ব্যথা পেয়েছ দিদি ? দিদি ! তোমার কোলে উঠ্‌লে আমি নাব্‌তে ভুলে যাই, আমায় আগে নাবিয়ে দিলেনা কেন ?

(উভয়ের ভূমিতে দণ্ডায়মান)।

বিরাজ। না, না, ব্যাথা পাব কেন ? তোমাদের কোলে নিলে যে বুক ঠাণ্ডা হয়।

অন্যবালিকাগণ। (চিন্তিতভাবে) দিদি ! রাত হয়ে গিয়েছে, বাড়ী যাবে না ? আঁধারে পথ চিনে না যে'তে পাল্লে আজ

আর গোবিন্দের খাওয়া হবে না। চল বাড়ী যাই।

বিরাজ। হাঁ চল। (বালিকাদ্বয়ের প্রতি) আমরা এখন যাই।

২য় বালিকা। রাত হয়েছে, এ আঁধারে কেমন ক'রে যাবে। ভয় পাবে না ?

বিরাজ। না, ভয় কি ? আমরা বনে বনেই ঘুরে বেড়াই, আমাদের ভয় করে না ; যথা ইচ্ছে চ'লে যেতে পারি।

১ম বালিকা। তোমরা এত দূরে ফুল নিতে এসেছ কেন ? তোমাদের সেথায় এমন বাগান, এমন ফুল কি নেই ?

আলো। না ভাই, আমাদের বনে এমন সুন্দর ফুল, সুন্দর পাতা লতা, সুন্দর গাছ নেই। আহা ! তা যদি থাকৃত, তবে আমি গোবিন্দকে কোলে নিয়ে সেই সুন্দর ফুলে সাজাতেম।

১ম বালিকা।—(দ্বিতীয়ের প্রতি) দিদি ! আমার ইচ্ছে করে এবাগানটী তুলে নিয়ে ওদেরে দিয়ে আসি। তা যদি পারতেম তবে মনে কতই অহ্লাদ হত ; না দিদি ?

২য় বালিকা।—হাঁ, কিন্তু তা কি পার্বে ? আমরা যে অতি ছোট মেয়ে।

১ম বালিকা।—চল বাবাকে বলি গিয়ে; তিনি লোক দিয়ে বাগান উঠিয়ে নিয়ে যেতে পার্বেন। তাঁর তো কত লোক ! য়্যা দিদি ?

২য় বালিকা।—(হাসিয়া) তাইতো ! আচ্ছা, চল বাড়ী যেয়ে বাবাকে বল্‌ব এখন।

আলো।—না, না, উঠিয়ে নিয়ে যেতে ব'লনা তা হলে তোমরা ফুল পাবে কোথা ? থাক্, থাক্ এবাগান এখানেই থাক্ ; তুলতে ব'লনা ! আমার বড় দুঃখ করে। আমরা যদি পথ

চিনে নিতে পারি তবে আবার এসে ফুল তুলে নেব।

১ম বালিকা।—আহা! কেমন মিষ্টি কথাগুলি তোমার! তোমাদের ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে না।

আলো।—দেখ, তুমি যে গানটী গেয়েছিলে সেইটী আমি শিখে ফেলেছি, বড় সুন্দর! আমার দিদির যখন বিয়ে হবে তখন আমিও তোমার মত ফুল তুল্‌তে যেয়ে গানটী গাইব।

উভয় বালিকা।—তোমার দিদির বিয়ে হলে আমাদের নেবে?

আলো।—(সাহ্লাদে) নেব। তোমরা যাবে?

উভয়ে।—হাঁ, তুমি আমাদের মনে ক'র, অবশ্য যাব।

বিরাজ।—এখন যাই? আমাদের মনে রে'খ।

উভয়ে।—রাখ্‌ব বইকি? একি আর ভূল্‌তে পারা যায়?

(সকলের প্রস্থান)।

(কন্দর্প দ্বয়ের প্রবেশ)।

১ম কন্দর্প।— স্বভাব সুধার সম
হৃদি প্রেম পারাবার,
হরি ভক্তি বিনে তারা
জানে না কো আর;
সতত সরল মনে
আছে হরি-পদ ধ্যানে,
মরমে বড়ই প্রীতি হয়েছে আমার।
চল যাই দুইজনে, দিব পুরস্কার॥

(উভয়ের প্রস্থান)

একাদশ দৃশ্য।

ফুল পাতায় সুসজ্জিত গোবিন্দ মন্দির।

গোবিন্দের সম্মুখস্থ আসনে বিরাজ ধ্যানোপবিষ্টা। অন্য বালিকাগণ করযোড়ে দণ্ডায়মান। আলোর বীণা বাদন, ও গান।

আলো।— তুমি অনাদি অনন্ত
তুমি মহা প্রাণ,
যত চরাচর, নর কি কিন্নর,
অনন্ত জগত করে
তোমার (ই) ধেয়ান।
আমরা যে দীন হীন,
কর গো পূজা গ্রহণ,
দীন নাথ! রাখ রাখ
বালিকার মান।
ছোট বড় জান না কো,
সমান স্নেহেতে ডাক,
অনন্ত বিশ্ব-জীবন
তোমার সন্তান;
(আমরা) আশ্রিত তোমার পদে
তুমিগো মহান্॥

(সকলের নত জানু হইয়া প্রণাম)।

আলো।—(কতগুলি ফুল লইয়া) দিদি! এই ফুল গুলি আমার মাথায় পরিয়ে দেও; ব্রাহ্মণে পদ দলিত করেছে, এস আমরা মাথায় পরি; তা না হলে তাঁদের অকল্যান হবে।

(ফুল মাথায় ধারণ)

বিরাজ।—আহা! সত্যিত বলেছ; আলো! তোর সুধা মাখা কথা শুনে যে আমার প্রাণ গলে যায়! দে, আমায় দুটো ফুল দে, মাথায় পরি।

(মাথায় ফুল ও আলোকে ক্রোড়ে ধারণ)

অন্য বালিকাগণ।—(আহ্লাদিত হইয়া) দেখেছ বিরাজ দিদি! আলোর কেমন বুদ্ধি! কেমন সুন্দর কথাটী বলেছে, আমরাতো ও কথা একবারও ভাবিনি; আলো! এ জন্যেই তো তোমাকে এত ভালবাসি। আয় ভাই! আমরাও ফুল পরি।

(সকলের মাথায় ফুল ধারণ)

ছদ্ম বেশে কন্দর্প দ্বয়ের প্রবেশ।

কন্দর্পদ্বয়।—ওগো, তোমরা বাগাণ সাজাবে? আমরা ঘুরে ঘুরে বাগান সাজিয়ে বেড়াই, হাঁ দেখ! তোমরা বাগান সাজাবে?

সকলে।—(সাহ্লাদে) য়্যা! বাগান সাজাবে? তোমরা বাগান সাজাতে পার?

কন্দর্প।—হাঁ, যেমন বল্‌বে তেম্‌নি তৈয়ের করে দিব; বলনা গো, কেমন করে সাজাতে হবে!

বিরাজ।—(সাশ্চর্য্যে) সত্যি? যা বল্‌ব তাই পার্‌বে?

কন্দর্পদ্বয়।—পারব বইকি? পরীক্ষা করে দেখনা?

বিরাজ।—(একটী ফুল লইয়া) আচ্ছা, এ ফুল যেখানে ফোটে, সেই বনের মত একটী বন সাজাও দেখি? তা তোমরা পারবেনা, একি মানুষের কাজ?

কন্দর্পদ্বয়।—এফুল যেখানে ফোটে সে বন আমরা দেখেছি,

তোমারা একটু স্থির হয়ে বসে দেখ, তেমন বাগান সজিয়ে দিতে পারি কিনা ; এ আর পার্‌ব না কেন ? আমাদেরত এই ই কাজ !

আলো ও অন্য বালিকাগণ।—(আহ্লাদিত হইয়া বিরাজের প্রত) এস দিদি ! আমরা চুপ্‌ করে বসে থাকি, দেখি ওঁরা কেমন বাগান সাজিয়ে দেয় ; আহা ! তেমনটী বন যদি তৈয়ার কত্তে পারে তবে আর আমাদের প্রাণে আহ্লাদ ধর্‌বেনা !

কন্দর্পদ্বয়।—দেখ, তোমরা ত্রকটু বিশ্রামকর, কোথায় কি প্রয়োজন হবে আমরা তাই দেখে নিয়ে আসি।

(সকলের উপবেশন, কন্দর্পদ্বয়ের প্রস্থান)

দ্বাদশ দৃশ্য। সুশোভিত কানন।

(বিরাজ, আলো প্রভৃতি বালিকা গণের সহিত কন্দর্প দ্বয়ের প্রবেশ)।

কন্দর্পদ্বয়।—দেখে নেও, তোমাদের মনমত হয়েছে কিনা।

সকলে।—(সাশ্চর্য্যে) বড় সুন্দর ! বড় সুন্দর ! ঠিক যেন সেইবন এ কেমন করে হল ? সে বন হতেও যে এইটী বেশী সুন্দর হয়েছে। সেখানে তো এমন ফুলের ঘর, ফুলের প্রাচীর, ফুলের মানুষ নেই ; এমন সুধাকণ্ঠ শত পাখীতো সেখানে ডাকেনা ! এ যে বড়ই সুন্দর ! এ সৌন্দর্য্যের আর তুলনা নেই ! এ যেন স্বপনের খেলা বলে মনে হচ্ছে ! এমন কি সম্ভব হতে পারে ? সত্যি বল দেখি, একি স্বপ্ন নয় ?

কন্দর্পদ্বয়। (হাসিয়া) স্বপ্ন হ'লেতো ভেঙ্গেই যাবে! কিন্তু এ স্বপ্ন নয়; তোমাদের নির্ম্মল স্বভাবের পুরস্কার! এ সৌন্দর্য্য কখনই বিনাশ পাবে না, চিরদিন অটুট ভাবে তোমাদের মহিমা জ্ঞাপন কর্‌বে। বাগান সাজান হয়েছে, এখন তবে যাই। (উভয়ের দ্রুত প্রস্থান)

আলো। (ব্যস্ত হইয়া) দিদি! ওঁরা যে চ'লেগেল, ওঁদের ডাকনা? আহা! কত পরিশ্রম করে এমন সুন্দর বাগান সাজিয়ে দিয়েছে, আমরা একটু ভাল ও বাস্‌তে পাল্লেমনা! দিদি! তুমি ডাক না! আমার বড় দুঃখ হচ্ছে, আমি ওঁদের ভালবাস্‌ব। (চ'খে জল পতন)

বিরাজ। তাইত! আমি যে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি, ওঁরা কেমন ক'রে চলেগেল যেন জান্‌তেই পাল্লেমনা। তা তুমি কেঁদনা আলো! যদিও ওঁদের কাছে মনের কথা জানাতে পাল্লেম না, কিন্তু প্রাণেতো ভালবেসেছি, চিরদিন তাঁদের ভালবাস্‌ব, চিরদিন উদ্দেশে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাব; তুমি কেঁদনা। আলো! তুমি কাঁদলে বড় দুঃখ পাই।

আলো। (চ'খের জল মুছিয়া) তুমি দুঃখ পাবে? না, না, দিদি! তা হলে আর কাঁদব না। দিদি! একটী গান গাইব, শুন্‌বে?

বিরাজ। হাঁ, তুমি গাও দেখি।

আলো। গান।

হেরি সুশোভিত বন,
হরষে উথলে মন,
অসীম সুষমা মাঝে

নাচে হেলে দু'লে ;
পাতার পাশেতে থাকি,
গরবে মু'খানি ঢাকি,
কোকিল, চন্দনা, শ্যামা
ডাকে কুতুহলে ;
সে সুধা মাখান স্বরে,
পরাণ পাগল করে,
কি যেনগো ঢালি দেয়
হৃদয়ের মুলে।
লতা গুলি ভয়ে ভয়ে
উঠিছে তরুর গায়ে,
তরু তারে প্রেম ভরে
করে আলিঙ্গন ;
বুকের মাঝেতে রাখি
বলে 'কেন লাজ সখি ?
আমি যে তোমারি প্রিয়ে !
(তবে) ভয় কি এমন ?'
কাননের থরে থরে
কত শোভা খেলা করে,
অমৃত নির্ঝরে প্রাণ
সুখে যায় ভাসি ;
মনে হয় সে কোথায় ?
যারে ভালবাসি ॥

(সকলের প্রস্থান)

ত্রয়োদশ দৃশ্য।

সরোবর।

(সোপানোপরি একজন লোক রক্তাক্তকলেবরে পতিত)

বিরাজ ও আলোর প্রবেশ।

আলো। দিদি! দেখ, দেখ, সোপানের উপর কে একজন প'ড়ে আছে।

বিরাজ। তাইত! চল নিকটে যাই। (উভয়ের নিকটে গমন)।

বিরাজ। (নিরীক্ষণ করিয়া ব্যস্তভাবে) আমার সন্দেহ হচ্ছে,—বুঝি বেঁচে নাই। দেখি একবার চেষ্টা করে। আহা! কেমন সুন্দর পুরুষ! মনে হয় যেন চাঁদের উপর কতগুলি রাঙ্গা মেঘ ভেঙ্গে প'ড়েছে! তীর ধনু সঙ্গে দেখ্‌ছি, এ'কি কোন যোদ্ধা হবে? আলো! জল নিয়ে এস দেখি? আমি ততক্ষণ একটু বাতাস দি।

(বিরাজের ব্যজন, ও আলোর জল লইয়া পতিত ব্যক্তির মস্তকে সিঞ্চন)।

বিরাজ। এইযে একটু চ'খ মে'লে চেয়েছে! আলো! ধীরে ধীরে মুখে একটু জল দেওতো। (আলোর জল প্রদান)।

পতিতব্যক্তি। (ক্ষীণকণ্ঠে) কে তোমরা? আমায় বাঁচাও, আমায় বাঁচাও; আমি মরি। (অশ্রুপতন)

বিরাজ। কেঁদনা, কেঁদনা, এইযে তুমি অনেক সুস্থ হয়েছ, কাঁদ কেন? আমরা দুটীতে প্রাণ দিয়ে তোমায় ভাল ক'রে দিব; আহা! তুমি কেঁদনা। প্রাণে বড় বাজে!

আলো। আহা! দেখ দিদি, মুখ খানি একেবারে মলিন হয়ে

গিয়েছে! ওঁর ক্ষুধা পেয়েছে বুঝি, আমি যাই দিদি! ওঁকে ভাল দে'খে ফল এনে দি?

বিরাজ। হাঁ তাইত। আচ্ছা, যাও তুমি।

(আলোর প্রস্থান)

বিরাজ। দেখ, তোমার সকল গায়ে রক্ত মাথান কেন? দেখে বড়ই দুঃখ হচ্ছে।

পতিতব্যক্তি। (ধীরস্বরে) সত্যি বড় দুঃখ পেয়েছি। আমি এক জন রাজা, সসৈন্যে সুসজ্জিত হয়ে আমোদের জন্য পশু পাখী শিকার কত্তে বনে এসেছিলেম। যেস্থানে আমাদের তাঁবু খাটান ছিল, আজ তাহারই নিকটে একটী ভীষণকায় ব্যাঘ্র গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল, আমি তাই শুনে অন্য কেউকে না জানিয়েই তার পাছে পাছে ছুটলেম। বাঘ অস্ত্রের শব্দে ভীত হয়ে গভীর বনে পালিয়ে গেল, আমিও কৌতুহলের বশে ঘোর বনমাঝে প্রবেশ কল্লেম। অনেক চেষ্টার পরে সেই ভয়ঙ্কর পশু হত হল। কিন্তু আমি আর চল্‌তে পাল্লেম না, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ও পরিশ্রমে কাতর হয়ে সেখানে একটী গাছতলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পল্লেম। ঘুম হতে জেগে দেখি, কতকগুলি দস্যু আমাকে প্রায় নিরস্ত্র করে আমার গায়ের সব হীরা মতির গয়না খুলে নিচ্ছে, আমি যেই লাফিয়ে উঠ্‌তে গেলেম অম্‌নি চতুর্দ্দিগ হতে শরবৃষ্টি ক'রে আমাকে একেবারে ক্ষত বিক্ষত করে দিলে। আমি বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেম, তাই তাদের সঙ্গে আর যুদ্ধে দাঁড়াতে পাল্লেম না, তারা আমাকে এই অবস্থায় রেখে গয়না নিয়ে চ'লে গেল। আমার লোক জনের কিম্বা বাসস্থানের কোন নির্ণয় না পেয়ে আমি এদিক পানে

চ'লে এসে এই সোপানের উপর দাঁড়িয়েছিলেম, কিন্তু কখন যে অচেতন হয়ে পড়ে গিয়েছি তা কিছুই জানিনে। আমি মস্তে বসেছিলেম তোমরা দয়া করে আমায় বাঁচালে, এ কথা চিরদিন মনে থাকবে। আমি চিরদিনের জন্যে তোমাদের কেনা হয়ে রইলেম।

বিরাজ।—না, না, ওকিকথা ! বড় লজ্জা করে। আহা ! আমরা যে তোমায় একটু সুস্থ কত্তে পেরেছি এই ভেবেই কত আহ্লাদ হচ্ছে। আবার কেনা থাকবে কেন ! ছি ! অমন কথা ব'লনা তুমি রাজা, আমাদের সঙ্গে অমন ক'রে কথা বলবে কেন ?

(ফল ও লতা লইয়া আলোর প্রবেশ)।

আলো।—দিদি ! খুঁজে, খুঁজে, খুব মিষ্টিফল এনেছি ; আহা ! ক্ষুধায় কেমন কাতর হয়েছে, ফল কয়টী খে'লে সুস্থ হবে এখন। আর দেখ দিদি ! এই লতাটী চিবিয়ে ক্ষতস্থানে রস দেও, দেখবে এখনি আরাম হয়ে যাবে। আমার এক দিন ফুল গাছের কাঁটায় কপালে লেগেছিল, তুমি আমায় এই লতার রস দিয়ে তখনি ভাল করে দিয়েছিলে; তাই মনে ক'রে লতাটী আমি নিয়ে এসেছি, দিদি ! তুমি ওঁ'র গায়ে দিয়ে দেও। আমি ফল গুলি মুখে তুলে দি, নিজে তুলে খেতে পারবে না।

(আলো কর্তৃক মুখে ফল প্রদান)

বিরাজ।— (সস্নেহে আলোর প্রতি) এনেছ ! বেশ্ ! আমি মনে করেছিলাম তুমি ফল নিয়ে এলে এই লতাটী তুলতে

যাব। কিন্তু তুমি আপ্‌না হতেই বুদ্ধি ক'রে এনেছ, বড় সুখি হলেম।

(ক্ষত স্থানে লতার রস প্রদান)

রাজা।— আহা তোমরা যে আমাকে ঠাণ্ডা ক'রে দিলে! আরতো আমার একটুকও যন্ত্রণা নেই, গায়ে বেশ্‌ বল হয়েছে, আর প'ড়ে কেন? উঠে বসি।

(উপবেশন)।

বিরাজ।— না এখন উঠনা, পড়ে যাবে। একটু ভাল ক'রে সুস্থ হয়ে নেও, তার পরে আমাদের কুটিরে নিয়ে যাব।

রাজা।— না, না, আমায় এখনি নিয়ে চল, আমি সুস্থ হয়েছি; তোমাদের কুটির দেখ্‌বার জন্য আমার মনে বড় আহ্লাদ হচ্ছে।

আলো।—সত্যি? আচ্ছা চল তবে, আমরা তোমায় ধরে নিয়ে যাই।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্দ্দশ দৃশ্য। কানন।

(বিরাজের প্রবেশ।)

বিরাজ।— গান।

(সে যে) আমার প্রাণ টানে
বেঁধে রাখি কেমনে তায়।
সে চারু আনন, হেরিতে নয়ন,
তৃষিত সদায়।

উন্মাদিনী মন, মানেনা বারণ,
কেমনে নিবারি হায় !
সাধ হয় যেন, সঁপে দিয়ে মন,
নেহারি বদন তার—
যারে প্রাণ চায়।।

(আলোর প্রবেশ)।

আলো।—দিদি ! তুমি অমন অনন্ত মনে থাক কেন ? আগে-তো এমন ছিলেনা দিদি ! তোমায় মলিন দেখ্‌লে আমার প্রাণ যেন কেমন করে. কিছুতেই স্থির হতে পারিনে। আ-মায় বলনা দিদি ! কেন অমন হয়ে থাক ?

বিরাজ। — আলো ! আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে । মন যেন কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, কেন এমন হলেম ?

আলো। — ওকি দিদি ! তোমার চখের কোণে জল কেন ? রাজার যখন অসুখ ছিল তখন তাঁর কাছে ব'সে ব'সে সারা-দিন আমি কেঁদেছি, এখনতো সে ভাল হয়েছে, তবে আর কাঁদবে কেন দিদি ? এই দেখ কেমন সুন্দর মালা গেঁথে এনেছি, রাজার গলায় পরিয়ে দিই গে। দিদি ! তোমার চ'খে জল দেখেত আমি যেতে পারব না, হেসে ফেল দিদি, আমি যাই ; রাজা এক্‌লা রয়েছে তাঁর কষ্ট হবে ।

বিরাজ। — (হাসিয়া) কই, আমিতো কাঁদিনি ! কেমন ক'রে যেন চখে একটু জল প'ড়েছে, সে জন্য তুমি কিছু ভেবনা, যাও তাঁর কাছে, সে যে আমাদের জন্য পথ চেয়ে আছে।

আলো তাইতো ! আমি তবে যাই দিদি।

(আলোর প্রস্থান)।

বিরাজ।—যাই, আমিও যাই, তাঁকে না দেখে যে থাক্‌তে পারিনে, তাঁর কাছ ছাড়া হয়ে একটু দূরে এলে দেখ্‌বার জন্য প্রাণ যেন আমার উন্মাদ হয়ে ওঠে ; এমন ভাব যে আমার আর কখনও হয়নি। সে মোহন ছবি যেন প্রকৃতির গায়ে আঁকা রয়েছে, যেথায় যাই সেথায়ই সে প্রিয় দর্শনে মাতোয়ারা হই, কিছুতেই যেন স্থির থাক্‌তে পারিনে। আহা! সে যে কেমন দীন নয়নে আমার মুখের পানে চেয়ে থাকে, তাঁর অসীম সৌন্দর্য্য মাখান মুখখানি দে'খে আমি আপনা ভুলে যাই, মনে হয় 'সেকি আমায় ভালবাসে না' ? যাই, সে মুখখানি ছেড়ে আর কোথাওযে থাক্‌তে পারিনে। প্রাণ ভ'রে সাধ মিটিয়ে সে মুখ খানি একবার দেখি গিয়ে।

গান।

কিসুধা মাখান সে চাঁদ বয়ানে,
নয়ন যেন গো কিখেলা খেলে,
অনিমেষ আঁখি, সে শোভা নিরখি,
আপনারে যাই ভুলে ॥ (প্রস্থান)
(অন্য বালিকা গণের প্রবেশ)।

১ম বালিকা।—দেখ্‌ভাই, রাজা বড় বেশ্‌ মানুষ! কেমন মিষ্টি মিষ্টি কথা, কেমন নম্র স্বভাব ; আর আমাদের কত ভালবাসে!

দ্বিতীয় বালিকা—আচ্ছা দেখ্‌ ভাই! ওঁ'র সঙ্গে বিরাজ দিদির বিয়ে হলে বেশ্‌ হয়, না?

৩য় বালিকা—হাঁ তাইত! যে রকম ভাই ওঁদের ভাব দেখা

যায়, তাতে ক'রে হওয়াই খুব সম্ভাবনা, আহা! গোবিন্দ করুণ যেন তাই হয়।

৪র্থ বালিকা—তা হলে ভাই বড়ই আহ্লাদ হবে। আহা! রাজাটী বড়ই ভাল! এত বড় লোক, তবু আমাদের একটু ঘৃণা করে না। তাঁকে নিয়ে আমরা এখন বড়ই সুখে আছি, না ভাই?

অন্য সকলে—হাঁ; এখন আর আমাদের আহ্লাদের সীমা নেই, সারা দিন রাত কেবলই আমোদ ক'রে বেড়াই। আহা! এম্‌নি দিন যেন আমাদের চিরকাল থাকে। আর ভাই, রাজার কাছে যাই, তাঁকে ছেড়ে আর কোথাও থাক্‌তে ইচ্ছে হয় না; চল, তাঁর আদরে ভরা মিষ্টি কথাগুলি শুনি গে। (সকলের প্রস্থান)।

পঞ্চদশদৃশ্য। গোবিন্দের মন্দির।

(রাজা স্বার্থসিদ্ধ ও বিরাজ)।

বিরাজ।—দেখ! তুমি অমন মলিন মুখে ব'সেছিলে কেন? মাঝে মাঝে তোমার ওরকম বিষণ্ণভাব দেখ্‌তে পাই, তাতে মনে বড় দুঃখ হয়। আহা! তুমি রাজা, আমাদের দরিদ্র কুটিরে এমন দীনভাবে থেকে সুখী হতে পার্‌বে কেন? পথ ভুলে এসে কত কষ্ট পেয়েছিলে, গোবিন্দের দয়াতে এখন ভাল হয়েছ, আর কেন দুঃখ ভোগ কর্‌বে? চল না, তুমি কোন্ দিগ দিয়ে বাড়ী যাবে, এখনি তোমায় সেখানে রেখে

আস্‌ব ; আমরা বনের সকল পথ জানি। (সজল নয়নে) স্বার্থসিদ্ধ ! তোমার বড় ভাল স্বভাব ! তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে আমাদের কতই কষ্ট হবে ; তা হ'ক্‌ সে জন্যে ভাবনা ক'রনা, তুমি সুখে আছ জেনেই আমরা সুখি হতে চেষ্টা কর্‌ব। (দুটী হাতে অশ্রুজল মোছন)

স্বার্থসিদ্ধি।—(মলিন মুখে) বিরাজ ! তুমি যা ভেবেছ তা নয়, আমি রাজসিংহাসনের জন্যে কাতর হইনি, কিন্তু আমি রাজা হয়েও যে ভিখারী, কেবল তাই ভেবেই বিষণ্ণ হচ্ছি। বিরাজ, লোকে যা পেয়ে আপনাকে ভাগ্যবান মনে করে আমার সেই অসামান্য রত্নের অভাব ! আর দেখ, আমায় যেতে বল্‌ছ, কিন্তু আমি যাব কোথা ? আমার হৃদয় যে একটী কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছে। যেখানেই যাই না কেন, প্রাণের টানে আবার আমাকে এখানে ফিরে আস্‌তে হবে।

বিরাজ—(ব্যস্তভাবে) কেন ? আবার ফিরে আসতে হবে কেন ? আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে, আমায় বুঝিয়ে বল। স্বার্থসিদ্ধ ! কে তোমার হৃদয়কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছে ?

স্বার্থসিদ্ধ—(মুখাবনত করিয়া লজ্জিতভাবে) সে কথা আমি বল্‌তে পারিনে, বড় লজ্জা করে। বিরাজ ! তোমরা আমায় বাঁচিয়েছ, আমি এখন তোমাদেরই আজ্ঞাধীন দাস ! আমায় ফিরে যেতে ব'ল না। দেখ, এখন আর আমি রাজা নই, তোমার অপরিসীম স্নেহ ও দয়ার নিকটে সে রাজ্য অতি তুচ্ছ। আমি রাজ্য চাইনে, তোমার অমৃতময় স্নেহধারায় চিরদিনের জন্যে আমায় ডুবিয়ে রাখ। তা না হলে আর আমি বাঁচিনে। প্রাণ যে আমার যায় যায় হয়েছে।

কত কষ্টে এতদিন মনের ভাবকে গোপনে বেঁধে রেখে ছি- লেম, কিন্তু আজ আমার সে বাঁধ ভেঙ্গে গেল! আমায় ক্ষমা কর বিরাজ! আমি বড় অধীর হয়ে পড়েছি।

(সবেগে অশ্রুপতন)।

বিরাজ—(অধীর হইয়া) আহা! কাঁদ কেন? তোমার দোষ কি? অন্যায়ের কথা তো তুমি কিছু বলনি, আমাদের জন্যে মায়া হয়েছে, আমাদের ভাল বেসেছ, তা ব'লে কাঁদ্‌তে হবে কেন? আহা! অমন ক'রে কেঁদনা, প্রাণ যে আমার আকুল হয়ে উঠেছে। স্বার্থসিদ্ধ! তোমার কিসের অভাব? বল না কি চাও তুমি? (স্বগত) আহা! ওঁকে একটু মলিন দেখ্‌লে আমি যে পাগল হয়ে যাই! কিছুতেই স্থির হতে পারিনে।

স্বার্থসিদ্ধ—বিরাজ! আমার মত দীনহীনে, সে অতুল্য মণি কোথায় পাবে? এ যে আমার অতি দুরাশা! (অশ্রুপতন)।

বিরাজ—আহা! অমন ক'রে আর কেঁদনা। বল না, তোমার সে রত্নের কি নাম?

স্বার্থসিদ্ধ—(লজ্জিতভাবে ও বাঁধ বাঁধ স্বরে)—

বি—রা—জ!

বিরাজ—(লজ্জায় জিভ্‌ কাটিয়া) য়্যাঁ! (স্বগত) ও মা বড় লজ্জা করে! আর দাঁড়াতে পারিনে, শরীরটে যেন ঝিম্ ঝিম্ ক'রে উঠ্‌ছে, চলে যাই এখান থেকে।

(গমনোদ্যত)

স্বার্থসিদ্ধ—(অতি কাতর কণ্ঠে) বিরাজ! আমায় আর আশার মোহে ফেলে রেখ না, সরলভাবে তোমার মনের কথাটী

আমায় একবার ব'লে যাও ; আমার এ ভালবাসা যদি তোমার যোগ্য না হয়ে থাকে তবে বল, যে প্রাণ তুমি বাঁচিয়েছিলে, তাকে আজ জন্মের মত বিদায় দি।

(অসি স্পর্শ)।

বিরাজ—(অধীরভাবে) না, না, অমন কথা ব'লনা ; প্রাণে বড় বাজে। স্বার্থসিদ্ধ ! তুমি রাজা, আর আমি দরিদ্র ব্যাধের মেয়ে, এ কি কখন আমার সাজে ? তোমায় প্রাণ দিয়ে ভক্তি করি, ভালবাসি, পরিহাসের কথা ব'লে কেন আমায় দুঃখ দেও ?

স্বার্থসিদ্ধ।—বিরাজ !—আমায় এত অবিশ্বাস কেন ? এ কি পরিহাসের কথা ? না, না, বিরাজ, তুমি বুঝ্‌তে পারনি ; প্রাণ যে আমার তোমাতে ডুবে গেছে। শপথ ক'রে বল্‌ছি এ পরিহাস নয়, আমি তোমায় পত্নিভাবে হৃদয়ে ধারণ কর্ত্তে চাই ! বিরাজ ! আমার এ আশা কি পূর্ণ হতে দিবেনা !

বিরাজ।—স্বার্থসিদ্ধ !—আমিতো পরিণয়ে আবদ্ধ হতে পারবনা ; আমায় চির কুমারী থাকৃতে হবে। কেননা পিতা আমাকে গোবিন্দমন্দির ছেড়ে কোথাও যেতে নিষেধ করে গিয়েছেন। আমি তাঁর কথা ফেলে কেমন ক'রে তোমায় এমন গুরুতর কার্য্যে সম্মতি দি ?

স্বার্থসিদ্ধ।—পিতা তোমায় গোবিন্দ-মন্দির ছেড়ে যেতে নিষেধ করেছেন ? আচ্ছা তাই হবে ; আমি কখনও গোবিন্দ-মন্দির ছেড়ে তোমায় অন্যস্থানে যেতে বলবনা। চিরদিন তোমায় নিয়ে গোবিন্দের চরণ তলে পড়ে থাকৃব।

(গোবিন্দের পদস্পর্শ করিয়া সাশ্রুনয়নে) বিরাজ! গোবিন্দের চরণ ছুঁয়ে আমি শপথ ক'রে বল্‌ছি, কথনও এ কথার অন্যথা হবেনা। আমি সে তুচ্ছ রাজ্যের পানে একবার ফিরেও চাইবনা, তোমার নির্ম্মল প্রেমের ছায়ায় আমার জীবনের অবসান হবে। তুমি কি আমায় বাঁচাবেনা বিরাজ!

বিরাজ।—না, না, শপথ কেন? যাঁকে প্রাণের অধিক ভালবেসেছি, যাঁকে চির জীবনের বন্ধু বলে জেনেছি, তাঁকে কি আবার অবিশ্বাস কর্ত্তে হবে? বাবার কথার জন্যেই আমি হৃদয়কে অতি কষ্টে সংযত ক'রে রেখেছিলেম। তোমার দয়ায় আমার প্রাণের সে ভাবনা দূরে গেল, আমি তোমার ইচ্ছায় সম্মত হলেম।

(আলোর প্রবেশ)।

আলো।—(সাহ্লাদে) ওগো রাজা, দেখ কেমন সুন্দর একটী মালা এনেছি তোমার জন্যে! গলায় পরবে না?

স্বার্থসিদ্ধ।—(সহাস্যে আলোকে কোলে লইয়া) দেওনা আমায় পরিয়ে? তোমার মালার জন্যেই যে দাঁড়িয়ে আছি; তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

আলো।—কেন? তোমাদের জন্যে ফুল তুলেছি, মালা গেঁথেছি; মালা গুলো কি সুন্দর হয় নি?

স্বার্থসিদ্ধ।—হাঁ, খুব সুন্দর হয়েছে; একি? ফুলের গায়ে কার যেন নাম বসান আছে, না?

আলো।—(হাসিয়া) হাঁ, প'ড়ে দেখ দেখি!

স্বার্থসিদ্ধ।—(পাঠ)—

পরিমলে ঢালা
কুসুমের মালা,
গেঁথেছি আমোদ ভরে ;
নিবে কিগো স্বার্থসিদ্ধ !
এনেছি তোমার তরে।

স্বার্থসিদ্ধ।—য়্যাঁ ! এমন সুন্দর মালা গাঁথ্‌তে পার আলো ! তুমি বয়সে বালিকা, কিন্তু গুণে যে প্রবীণাকেও পরাস্ত করেছ ! এত সব শিখ্‌লে কোথা ?

আলো।—(সহর্ষে) কেন ? আমার দিদি আমায় শিখিয়েছেন। দেখ রাজা তুমি কেমন সুন্দর মানুষ। কিন্তু তোমার নামটী অমন কেন ? আমার দিদির মত সুন্দর দে'খে একটী নাম রাখ্‌তে পাল্লেনা ?

স্বার্থসিদ্ধ।—(হাসিয়া) তুমি কেন আমায় ভাল দে'খে একটী নাম দেওনা আলো ?

বিরাজ।—কেন ? এ নামটীতো বেশ্ সুন্দর ! মন্দ বল কেন আলো ?

আলো।—(ব্যস্ত হইয়া) য়্যাঁ ! তুমি ভালবাস দিদি ? তবে আমিও ভালবাসি ; রাজা, তুমি মনে কিছু ভেব না, তোমার বেশ নাম ! দেখ, দিদি যা ভাল বলেন, তাকে আমি ভাল না বেসে থাকৃতে পারিনে। দিদি ! লতা কুঞ্জের উপর পাশা পাশি ব'সে দুটী সুন্দর পাখী কেমন আদর ক'রে খেলা কচ্ছে ! এসনা দিদি ! দেখ্‌বে এস, তোমাকে সেই সুন্দর তামাসাটি দেখাতে মনে বড় সাধ হয়েছে। আহা ! তোমায় যদি কেউ তেমন ভালবাস্‌ত

দিদি, তবে আমি কতই খুসি হতেম। দেখ্‌তে যাবেনা দিদি?

বিরাজ।—যাব বইকি? চল।

(বিরাজ ও আলোর প্রস্থান)

স্বার্থসিদ্ধ।—ইস্! কি রূপের ছটা! যেন দশদিগ্ আলো ক'রে চ'লে গেল! ও'র সৌন্দর্য্য আমাকে উন্মাদ ক'রে তুলেছে। যেরূপেই হ'ক ওকে আমার ক'রে নিতে হবে।

(প্রস্থান)

ষোড়শ দৃশ্য। বন।

(কন্দর্প-বালিকাদ্বয়)।

১ম বালিকা।—এস দিদি, আমরা এই ফুলের পাশে ফুটে থাকি।

২য় বালিকা।—আচ্ছা। (ফুলের আড়ালে উভয়ের অবস্থান)।

(আলো ও অন্য বালিকাগণের প্রবেশ)।

আলো।—দেখ ভাই, যত পার ফুল তুলে নেও, যেন ফুল দিয়ে তাঁদের ঢেকে ফেলে দিতে পারি।

সকলে।—তাঁদের তো ঢেকে ফেল্‌বই, তা ছাড়া সকল পথ ঘাট ময় ফুল ছড়াতে হবেনা আলো! আজ আর কোন স্থান বাকি থক্‌বেনা, ফুলে ফুলে সব ডুবে যাবে।—

গান।

কানন, বিমান, সরসী সোপান,
শ্যামল জলদ মালা,

বিজন প্রান্তর, বন্ধুর প্রস্তর,
গর্ব্বিতা দামিনী, প্রবল অশনি,
ফুলে যাবে ভাসি।
জোছনার রাতি, মধুর প্রকৃতি,
চন্দ্রমা কিরণে, সুধীর পবনে,
কুসুমে করিব আলা;
সুধামাখা শশী, তারকার রাশি,
আঁখি দুটী খু'লে, স্নেহ ধারা ঢেলে,
আনন্দে উঠিবে হাসি ॥

সকলে।—আলো! তুমি হেথা হতে ফুল তুলে নেও, আমরা অই দিগে যাই; বড় সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে। (প্রস্থান)

আলো।—(ফুল তুলিতে তুলিতে ব্যস্ত ভাবে) তাঁদের যে ব'লে এসেছিলেম দিদির বিয়ে হলে তোমাদের নেব, আজতো সেই দিন এয়েছে, কিন্তু তাঁদের যে জানাতে পাল্লেমনা; আহা কেমন ভাল মেয়ে দুটী!

কন্দর্পবালিকাদ্বয়।—(ফুলের আড়াল হইতে) দেখ্ ভাই, আমরা কেমন ফুটে রয়েছি! আমাদের তুলে নিবিনে! আজ তোমার দিদির বিয়ে হবে, জান্‌তে পেয়ে আমোদ ভরে চলে এসেছি। আলো! অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, তুলে নে না ভাই!

আলো।—(সানন্দে) য়্যাঁ! তোমরা এয়েছ আমি যে তোমাদের জন্যে কত ভেবেছি! (উভয়কে আদরে বেষ্টন করিয়া) এস, তোমাদের নিয়ে যাই; আজ মনে কতই আহ্লাদ হচ্ছে।

উভয়ে।—(হাসিয়া) একটী গান গেয়ে আমাদের তুলে নেও,

তা না হলে কিন্তু ভাই আমরা যাবনা ; এই ফুল গাছের সঙ্গে আট্‌কে থাক্‌ব !

আলো।—আচ্ছা, তোমাদের কাছে যে গান গা'ব ব'লেছিলেম সেইটী গেয়ে নি ।

উভয়ে।—না ভাই, সেইটী নয়, আর একটী নূতন দে'খে গাও।

আলো—তোমরা যা বল্‌বে, তাই শুন্‌ব ভাই ; তোমাদের কথা আমি ফেল্‌তে পারিনে।

গান।

পিয়িব সুধা হরষিত মনে।
আদরে দুটী করে, রাখিয়ে হৃদয়োপরে
প্রণয়ি, প্রিয়ার মুখ
হেরিবে যতনে।
(আমি) পিয়িব সুধা হরষিত মনে ॥

কন্দর্পবালিকাদ্বয়—(সস্নেহে আলোর চিবুক ধরিয়া) আহা ! তুমি বড় সুন্দর গাইতে পার। কেমন মিষ্টি স্বর তোমার ! এস ভাই, এখন তোমার দিদির কাছে যাই।

(সকলের প্রস্থান)।

সপ্তদশ দৃশ্য। গোবিন্দমন্দির।

[বিরাজ ও আলোর প্রবেশ]।

আলো—(সহর্ষে) দিদি ! কা'ল তুমি বনবাসিনী বালিকা ছিলে, আজ রাজরাণী হয়েছ ? আহা ! প্রাণে আমার আহ্লাদ উছলে পর্‌ছে। গোবিন্দ আমার মনোসাধ পূর্ণ করেছেন,

এস দিদি! আমরা দুজনে হৃদয় পূরে, ভক্তিভরে তাঁর চরণামৃত পান করি। (উভয়ের গোবিন্দচরণামৃত পান)

(স্বার্থসিদ্ধের প্রবেশ।)

স্বার্থসিদ্ধ—(ত্রস্তভাবে) বিরাজ! একটী খুসির কথা তোমায় বল্‌তে এসেছি, এতদিন যাদের উদ্দেশ পাইনি, আজ আমার সেই লোকজনেরা সব এখানে এসেছে। আর দেখ, তারা তোমার কথা শুনে তোমাকে দেখ্‌বার জন্য বড়ই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। চল বিরাজ, তোমাকে নিয়ে তাদের কাছে যাই।

বিরাজ—য়্যাঁ! তারা এসেছে? আহা! বড় খুসি হলেম। বলনা তারা কোথায় দেখে আসি।

আলো—এয়েছে তারা? তবে যাই আমি দেখিগে।

(প্রস্থানোদ্যত)।

বিরাজ—একটু দাঁড়াওনা আলো! আমাদের সঙ্গেই যাবে এখন।

স্বার্থসিদ্ধ—তা যাক্‌না? ছেলে মানুষ, আহ্লাদ হয়েছে, আগেই যাক্।

(আলোর প্রস্থান)

বিরাজ—চলনা যাই, তাদের দেখ্‌তে মনে বড় সাধ হয়েছে।

স্বার্থসিদ্ধ—যাবে চল; কিন্তু দেখ, এখন আর কেবল ফুলের গয়না প'ড়ে বনে বনে বেড়াতে পাবেনা। এখন তুমি রাজরাণী হয়েছ, সেইরূপ সম্ভ্রম রেখেই চল্‌তে হবে। একটু দাঁড়াও, আমি উপযুক্ত বেশ ভূষা নিয়ে আস্‌ছি।

(প্রস্থান)

অষ্টাদশ দৃশ্য।

বন পার্শ্বে সুবৃহৎ শিবির। সুসজ্জিত বেশে সৈন্যগণ দণ্ডায়মান।

১ম সৈন্য—(সকলের প্রতি) দেখ ভাই, গায়ক কোথায় ?

(একটী বালকের প্রবেশ)

বালক। ওগো, রাণী মা কি এসেছেন ?

সকলে—না, বোধ হয় এখনি আসবেন। দেখ্ গায়ক! রাণীমা এলে তুই একটা গান গাইবিনে ?

গায়ক—সেই জন্যেই তো ছুটে এলেম। কই ? মা যে এখনও এলেন না!

(বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া বিরাজ ও স্বার্থসিদ্ধের প্রবেশ, ও অদূরে দণ্ডায়মান)।

স্বার্থসিদ্ধ—দেখে নেও, এই তোমাদের জননী।

সকলে—(প্রণত হইয়া কর যোড়ে) মা! আমরা তোমারই সন্তান, তোমারই অধম দাস। মাগো! তোমার সন্তানের প্রতি একবার কৃপা দৃষ্টি কর মা!

গায়ক।—আহা! মায়ের চরণে কত সুধা ব'য়ে যাচ্ছে। দেখে হৃদয় জুড়িয়ে গেল।

গান।

বিমল রজত ধারা
কিরণ চাঁদের
আনন্দে প'ড়েছে লুটি
মায়ের চরণে!

শতদল ফুল্ল মনে,
ফুটে আছে প্রেমাননে,
শত ধারে স্নেহ ঝরে
তনয়ের পানে ॥

বিরাজ—(সস্নেহে) আহা! সুখে থাক; বড় সুন্দর স্বভাব তোমাদের।

স্বার্থসিদ্ধ—এস বিরাজ, তোমাকে একটী কথা বল্‌তে হবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

সৈন্যগণ—দেখেছ কেমন সুন্দর! বয়সে বালিকা, কিন্তু বড় শান্ত স্বভাব! কেমন কোমল নয়নে আমাদের পানে চেয়ে রইলেন, দেখে প্রাণে বড়ই মায়া জন্মেছে ভাই। আহা! আহা! আশীর্ব্বাদ করি, মহারাজ যেন এঁকে সুখে রাখেন।

গায়ক—আহা! কেমন সুন্দর মা আমার! অতটুকু মা, কিন্তু তাঁর স্নেহ যেন জগত সংসার ডুবিয়ে দিচ্ছে। এমন স্নিগ্ধতা মাথান মুখখানি, মহারাজ যদি ভাল না বাসেন ভাই? তবে আর আমি তাঁর কাছে থাক্‌ব না, আর গানও গাইব না, এক দিক্‌ পানে চলে যাব। মাকে দেখে অবধি অই কথা ভেবে প্রাণ আমার আকুল হয়ে উঠেছে, না ভাই! আর দাঁড়াতে পারিনে, আমি এখন যাই, নিরিবিলি বসে বসে আমার মায়ের জন্যে কাঁদিগে।

গান।

আহা! চির আঁখি রঞ্জন,
হীরকের লতা,
কেন গো জড়িত হল
লৌহের পাদপে।

ভেবে প্রাণ কাঁদে তার,
বুঝিগো শুখাবে হায়!
সুধার প্রতিমা খানি
পাষাণের দাপে ॥ (প্রস্থান)

১ম সৈন্য। সত্যি ভাই! সে কথা মনে হলে প্রাণ আমার কেঁদে উঠে, এমন কঠিন প্রাণ কি সে রত্নের আদর বুঝ্‌বে?

দ্বিতীয় সৈন্য। না ভাই, এমন মোহিনী প্রতিমা খানি! তা কি মহারাজ ভাল না বেসে থাক্‌তে পার্‌বেন? এ বালিকাকে আদর না ক'রে পারে এমন কঠিন প্রাণ কার ভাই?

তৃতীয় সৈন্য। আমাদের রাজার! কেন ভাই তুমি কি কিছু জান না?

দ্বিতীয় সৈন্য। তাত জানি, কিন্তু দেখ ভাই, মহারাজ এবার ভাল হলেও হতে পারেন; আর দেখ, পরে যা হয় হবে, সে ভাবনা আগে ভেবে মন আকুল ক'রনা ভাই। এস সবে মিলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিগে, যেন রাণী মা আমাদের চিরসুখী হন।

সকলে। হাঁ ভাই চল। (সকলের প্রস্থান)

ঊনবিংশ দৃশ্য। বন।

[বিরাজ ও স্বার্থসিদ্ধ]।

স্বার্থসিদ্ধ। বিরাজ! কালই আমরা শিবির ভেঙ্গে বাড়ী চলে যাব।

বিরাজ। (সবিস্ময়ে) য়্যাঁ! কালই চলে যাবে?

স্বার্থসিদ্ধ। হাঁ, স্তব্ধ হয়ে র'লে যে?

বিরাজ। আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছি, আমাদের ফেলে যাবে? তোমায় ছেড়ে কেমন ক'রে থাক্‌ব! আমি যে তোমার চরণ সেবা কত্তে পাব না, তা ভেবেই অধীর হয়ে পড়েছি।

স্বার্থসিদ্ধ। (হাসিয়া) বিরাজ! তুমি কি মনে করেছ তোমায় ফেলে যাব? না, না, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।

বিরাজ। গোবিন্দ-মন্দির ছেড়ে? তা কেমন করে যেতে পারি? বাবা নিষেধ করে গিয়েছেন।

স্বার্থসিদ্ধ। সে কথা যাক্, এখন তুমি আমার অধীন হয়েছ, আমি যা বলি তাই কত্তে হবে। বিরাজ! স্বামীর কথা কি ফেল্‌তে আছে?

বিরাজ। না, না, রমণী কি কখন স্বামীর অবমাননা কত্তে পারে? কিন্তু তোমার একটু ভেবে দেখা উচিত।

(আলোর প্রবেশ)

আলো। (রাজার পাশে দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে) দেখ দেখি কেমন সুন্দর ফুল! রাজা। নেবে তুমি?

স্বার্থসিদ্ধ। (বিরক্তভাবে) একটু সরে দাঁড়াও, ছেঁড়া কাপড় নিয়ে এত কাছে এস না; অন্য কেউ দেখ্‌লে লজ্জা পেতে হবে।

বিরাজ। (দুঃখিত ভাবে স্বগত) য়্যাঁ! লজ্জা পেতে হবে? এ কেমন কথা! আমি যে বুঝ্‌তে পারিনে।

আলো। (ব্যস্ত হইয়া) ছেঁড়া কাপড় প'রে এলে তুমি লজ্জা পাবে? না, না, তবে আর আমি ছেঁড়া কাপড় পর্‌ব না।

দিদি! তুমি যে ফুল বেন্ধে রেখেছিলে সেই কাপড়খানি দেও না আমায় পরি। রাজার যা'তে অপমান হবে, আমি তেমন কাজ কখনও কত্তে পার্‌ব না দিদি!

বিরাজ। আমাকে স্বার্থসিদ্ধ কত সুন্দর কাপড় দিয়েছেন, তুমি তার একখানি নেও; আমি কেমন সেজেছি, আর তোমার কিছুই নেই! আমি যেমন থাকি না কেন, কিন্তু তোমাকে সুন্দর দেখ্‌লে আমার প্রাণে বেশী আহ্লাদ হয়।

(বিরাজের প্রস্থান, একখানি রত্নখচিত বসন লইয়া পুনঃ প্রবেশ ও আলোকে প্রদান।)

আলো। ওমা, এমন সুন্দর কাপড় প'রে যে আমি দাঁড়াতে পার্‌ব না দিদি, বড় লজ্জা কর্‌বে।

বিরাজ। না, না, লজ্জা কিসের? তুমি ছেলে মানুষ, তোমার আবার এতে লজ্জা কি? পরে নেও, ন'লে আমি মনে ব্যথা পাব।

আলো। আবার কি তুমি কেঁদে ফেল্‌বে দিদি? না, না, আমি কাপড় পর্‌ছি। (বস্ত্র পরিধান)

বিরাজ। আহা! বড় সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায়।

আলো। (সহাস্যে) দিদি! এখন তো আর রাজার লজ্জা কর্‌বে না? তবে আমি আরো ফুল নিয়ে আসি।

(প্রস্থান)।

স্বার্থসিদ্ধ। (ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে) একি? কাপড়খানি দিয়ে ফেল্লে? রাজবসন কি ওর পরিধানের যোগ্য? ইস্‌! তোমার সা-হস দেখে আমি আশ্চর্য্য হলেম! এখন তো আর আমি তোমাদের সেই কাননচারী বিহঙ্গ নই, যে আমাকে নিয়ে

খেলা কর্‌বে ? যে জন্যে নম্রতার ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেম, আমার সে কার্য্যোদ্ধার হয়েছে, এখন আমি আবার সেই প্রতাপান্বিত রাজা হয়েছি। এখন আর আমার সঙ্গে এ সব ছেলেমি চল্‌বে না। ও যখন আবার ফিরে আস্‌বে তখন কাপড়খানি চেয়ে রে'খ, আর বলে দিও যেন আমার সঙ্গে আগের মত চলা ফেরা করে না! তা হলে উচিত শাস্তি পাবে।

বিরাজ। যাঁ্যা! তুমি কি বল্‌ছ? কিছুই যেঁ বুঝ্‌তে পারিনে, আমার মাথা ঘুরে গিয়েছে।

(দুটী হস্তে মস্তক রক্ষা করিয়া বিরাজের উপবেশন)

স্বার্থসিদ্ধ। (বিরক্ত হইয়া) এ রকম অনেক দেখেছি, এখন আর ভাল লাগ্‌ছে না। রাত হল, রাত্রি প্রভাত না হতে হতেই আমাদের এখান হতে যেতে হবে। ও দিগে প্রায় সবই প্রস্তুত হয়েছে, এখন তুমি প্রস্তুত হলেই হয়। শীঘ্র প্রস্তুত হয়ে থাক, আমি আস্‌ছি; তুমি যে নীরব হয়ে রলে? কিছু বল্‌বে না?

বিরাজ। (সাশ্রুনয়নে ও ভগ্নস্বরে) আর কি বল্‌ব? আমার প্রাণ এখন আর আমার নয়; চিরদিন তোমারই আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হয়ে চল্‌তে হবে। তোমার জন্যে প্রাণ দিতে হলেও আমি প্রস্তুত আছি।

স্বার্থসিদ্ধ। বেশ কথা, খুব খুসি হলেম। তবে চলনা বিরাজ এখনি শিবিরে যাই। রাত্‌ হয়েছে, আর এখন বনে বনে ফেরা ভাল দেখায় না। চল যাই।

বিরাজ। এখন কেমন করে যাব? আলো ফুল আন্‌তে গি-

য়েছে, এখনো ফিরে এসেনি ; সেত এর কিছুই জানে না। তুমি এস, আমি আলোকে খুঁজে এনে আলো এবং গোবিন্দকে নিয়ে প্রস্তুত হইগে।

স্বার্থসিদ্ধ। (সবিস্ময়ে) য়্যাঁ! তাদের নিয়ে যাবে নাকি? তা হবেনা! দেখ, তোমার ঐ গোবিন্দকে তো আমি দেপ্‌তা বলেই মানিনে, ও রকম কত শত মূর্ত্তি দিয়ে আমি রাজপথ বেন্ধে ফেলেছি। এ হতে কত বেশী সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তিগুলি আমার স্ত্রীদিগের পায়ের নীচে প'ড়ে থাকে। সেথায় যেয়ে নেও; তুমি সে সব দেখ্‌লে একেবারে ভুলে যাবে। আর দেখ, অই আলো ছুঁড়িকে নিয়ে যেতে পারবেনা, ও যখন হেসে হেসে কতগুলি ছাই মাটী নিয়ে আমার গায়ের পাশে এসে দাঁড়ায়, তখন আমার বড়ই ঘৃণা করে, এবং ক্রোধে শরীর জ্বলে উঠে, মনে হয় পদাঘাতে দূরে ফেলে দি, কেবল তোমায় হাত কত্তে পাবনা ভয়ে কত কষ্টে এতদিন মনের সে ভাব গোপন করে রেখেছিলেম, কিন্তু এখনতো আর সে আশঙ্কা নেই; তবে আর কেন? তোমার রূপে মুগ্ধ হয়েছি বলেই তোমায় নিয়ে যেতে চাই, ওর সঙ্গে কি? ওকে নিয়ে যেতে পার্‌বে না।

বিরাজ। (যাতনায় অধীর হইয়া) য়্যাঁ! আলোকে ফেলে যেতে হবে! অসম্ভব! তুমি চলে যাও, আমার আলোকে বুকে নিয়ে চিরকাল বনে পড়ে থাক্‌ব। আমি রাজরাণী হতে চাইনে। ওঃ! কি নিষ্ঠুর হৃদয় তোমার!

(বসনে মুখ ঢাকিয়া রোদন)

স্বার্থসিদ্ধ। (সক্রোধে) দেখ্, যা মুখে এসে তাই আমাকে বল্‌ছিস্? পদাঘাতে তোর মুখখানি একেবারে ভেঙ্গে দিব। এত স্পর্দ্ধা? দেখ্, তুই আর কত বড় মানুষ? কত রাজার মেয়েকে একটু তুচ্ছ অপরাধের জন্য এই অসির আঘাতে দ্বিখণ্ড করেছি। তোর মাথার উপরেও আজ অসি ঝুল্‌ছে, সাবধান হয়ে কথা বলিস্! তোর রূপের মোহ আমার এখনো ভাঙ্গেনি, তাই এতগুলি অন্যায় বলেও বেঁচে রয়েছিস্, তা না হলে এতক্ষণে তোকে কোথায় উড়িয়ে দিতেম।

বিরাজ। (অধীর ও সকাতর দৃষ্টিতে) স্বার্থসিদ্ধ! আমার সঙ্গে এসব কথা কেন? তুমি যে আমার স্বামী। মনের দুঃখে আজ আমি তোমায় অন্যায় কথা বলেছি, তোমার অবমাননা করেছি, আমাকে ক্ষমা কর। আমি যে তোমার চরণের দাসী। (অধীরভাবে পদ ধারণ)

স্বার্থসিদ্ধ। (একটু নম্রভাবে) থা'ক্, থা'ক্, আর পায়ে ধর্‌তে হবেনা তোমার। আমি অম্‌নিই ক্ষমা করেছি। দেখ, তোমার সৌন্দর্য্য আমাকে ডুবিয়ে রেখেছে, আমি তোমার রূপের মোহে আত্মহারা। তাই তোমায় দণ্ড দিতে-অগ্রসর হলে আমার প্রাণে বাজে। যা হয়েছে, হয়েছে, কিছু মনে ক'রনা; চল শিবিরে যাই বিরাজ।

বিরাজ। (সকাতরে) স্বার্থসিদ্ধ! একটী প্রার্থনা আমার, গোবিন্দ এবং আলোকে নিয়ে যেতে দেও।

স্বার্থসিদ্ধ। (বিরক্ত হইয়া) আবার সেই কথা? যাও যাও, আর আমায় রাগিও না; আচ্ছা একটু পরেই যেও এখন,

ছুঁড়ির সঙ্গে একবার দেখা করে আমার কাপড় খানি ফিরিয়ে নিয়ে নেও, আমি আস্‌ছি। দে'খ যেন আর কোন গোল না হয়, তবে ভাল হবেনা।

(প্রস্থান)

বিরাজ। (সবিষাদে) আমি অমিয় আশে বিষে আলিঙ্গন করেছি। হায়! এখন যে প্রাণে মরি। (রোদন)।

(গায়কের প্রবেশ)

গায়ক। গান।

সেত নয় প্রেমিক সুজন,
প্রাণ দিয়ে যে না কেনে
প্রণয়িনী মন।
দাগা দেয় নারীর প্রাণে
সেত নাহি প্রেম জানে,
অযতনে কাঁদাবে যে
রমণী রতন ;
সেত নয় প্রেমিক সুজন ॥

(প্রস্থান)

(দ্রুতপদে আলোর প্রবেশ)

আলো। (অধীর ভাবে) দিদি! ফুল আন্‌তে যেয়ে আমি পাগল হয়ে এসেছি ; আমার মন কেন এমন হল দিদি? দেখ, শ্যামা, চন্দনা, অমন আরো কত সুন্দর পাখী আজ নীড় ছেড়ে এসে আমার গায়ে বসে কেঁদেছে, বাতাস তর্ তর্ করে যেন কি বিষাদের কথা বলে গিয়েছে, দিদি! জ্যোতির্ম্ময়ী তারাগুলি আকাশ থেকে সজল নয়নে আমায়

ডেকেছে, আমি দেখেছি তাদের সেই মণিময় নয়ন দুটীতে কত জল-ধারা গড়িয়ে পড়েছে। এই দেখনা দিদি! আমি কেমন ভিজে গিয়েছি! পৃথিবীময় জ্যোৎস্না ফুটে রয়েছে, কিন্তু আমার চ'খে যেন সকলই আঁধার! আমি আর কিছুই যে দেখ্‌তে পাইনি, প্রাণ বড়ই আকুল হয়ে উঠেছে, আমি সারা পথ কেবল তোমায় মনে করে এ দিগ্‌পানে ছুটে এসেছি। দিদি! আমায় বলে দেওনা, এ সব কি? আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে।

বিরাজ—(সচকিতে ও সভয়ে) কি! এমন হয়েছে? না, না, আলো! ওসব কিছু নয়, তুমি ছেলে মানুষ, কিছু বুঝ্‌তে পাওনি, রাত্‌ হয়েছে তাই বুঝি ভয় পেয়েছ, ভয় পাবে বলেই যে তোমায় কখনও আমি একা যেতে দিই নে। এস, আমার কোলে এস। (সস্নেহে আলোকে কোলে লইয়া) আলো! পাখীগুলি আজ তোমায় একা দেখে ভাল বেসে তোমার গায়ে বসে আদর ক'রেছে, হয় তো আহ্লাদে তা-দের চ'খে জল পড়ে থাক্‌বে, সে জন্য ভাবনা কেন আলো? আর দেখ, আকাশে তারকার পানে চেয়ে থাক্‌লে পরে মনে হয় যেন তারা একবার কোথাও ডুবে যায়, আবার চোখ দুটী খুলে হেসে উঠে, এবং আমাদের যেন হাত দুখানি দিয়ে কাছে ডাকে; এইটী কিছু নূতন নয়। উপর দিগ্‌ হতে শিশির ঝরেছে, তুমি তাকেই বুঝি তারার রোদন মনে করেছ? আলো! আমার কোলে রয়েছ, আর তোমার কিসের ভয়! ও সব ভাবনা আর ভেবনা তুমি!

আলো—তোমার কোলে রয়েছি,-আর ভাব্‌ব কেন দিদি!

এখন আর আমি কোন ভয়কেই ভয় করিনে। দিদি! আমি যে আজ মালা গাঁথা শেষ কত্তে পারিনি, ভয়ে ভয়ে ছুটে এসেছি, আমার আধ খানা মালা গাঁথা নেবেনা দিদি!

বিরাজ—(সস্নেহে) দেওনা আলো! তোমার অই টুকুই যে শত সহস্র মালার সমান! আহা! তুমি যদি আমায় কতগুলি কাঁদা এনে দিতে, তবে তাও যে কত যত্নে বুকে তুলে নিতেম (মালা লইয়া বক্ষে ধারণ)

আলো।—(সাহ্লাদে) দিদি! তুমি আমায় কতই ভালবাস! (আনন্দাশ্রু পতন) দেখ দিদি! সন্ধ্যার সময় গায়ক বলেছে, তাদের কাল ভোরে বাড়ী যেতে হবে। আহা! ওরা যাবে শুনে প্রাণে বড়ই দুঃখ হচ্ছে।

বিরাজ।—(ভগ্নস্বরে) আলো! স্বার্থসিদ্ধও বাড়ী যাবেন, তিনি বলেছেন, সে সঙ্গে আমাকেও যেতে হবে। (নীরবে অশ্রু বর্ষণ)

আলো।—য়্যাঁ! আমাদেরও যেতে হবে! তবে আমি ফুল তুলে আনিগে দিদি! দেখ আরতো এবাগানের ফুলে মালা গাথ্তে পাবনা, আজ সারা রাত্ বসে মনের সাধে মালা গেঁথেনি। আহা! এই বনের জন্য আমার বড় মায়া হয়েছে। ওকি দিদি! তুমি কাঁদ্ছ কেন! চথের জল দিয়ে যে আমায় ভিজিয়ে দিলে! এবন ছেড়ে যেতে তোমার বুঝি কষ্ট হচ্ছে, তা অত কেঁদনা দিদি, তোমায় কাঁদতে দেখ্লে আমি আর স্থির হতে পারিনে। দেখ, আমি সেথায় যেয়ে সারাদিন তোমার কাছে বসে মুখের পানে চেয়ে থাক্ব। তোমাকে ছেড়ে আর কোথাও যাবনা; তুমি কেঁদনা দিদি। (দুটী হাতে বিরাজের

অশ্রু জল মুছিয়া দেওয়া) দিদি ! আমরা কত সুন্দর কাপড় প'রেছি, গোবিন্দ যে অম্‌নি রয়েছে, তাঁকে ফেলে এমন সুন্দর কাপড়খানি প'রে থাক্‌তে আমার মন খুসি হবেনা দিদি, আমার বসনের আধ খানা ছিঁড়ে গোবিন্দকে পরিয়ে দি ?

বিরাজ (ব্যস্ত হইয়া) না, না, ও ছিঁড়ে ফেলনা আলো ; রাজ বসন ছিঁড়ে ফেল্লে রাজা মনে কর্‌বেন তাঁকে আমরা অবমাননা করেছি

আলো।—(সাশ্চর্য্যে) আমরা রাজার অবমাননা কর্‌ব দিদি ! না, না, তাঁর অবমাননা হবে কেন ? গোবিন্দ রাজবসন পরিধান কর্‌বেন এযে আরো কত সম্মানের কথা ! আচ্ছা থা'ক্, তুমি বারণ করেছ, আর আমি এ বসন ছিঁড়ে ফেল্‌ব না, তোমার সঙ্গে যাওয়ার সময় গোবিন্দকে কোলে নিয়ে আমার সুন্দর আঁচল খানি অম্‌নি তাঁর গায়ে দিয়ে নেব। দিদি ! আমি ফুল তুল্‌তে যাই ? এখন না গেলে আর মালা গেঁথে নিয়ে যেতে সময় পারনা।

বিরাজ।—(অধীর ভাবে) না আলো, তুমি আর ফুল তুল্‌তে যেও না, আবার ভয় পাবে।

আলো।—দিদি ! মালা গাঁথ্‌তে আমার বড় সাধ হয়েছে ; আমি বেশী দূরে যাবনা, ভয় পেলে তোমায় ডাক্‌ব দিদি, আমায় ফুল তুল্‌তে যেতে দিবেনা তুমি ?

বিরাজ।—(সস্নেহে) আচ্ছা, যাও তবে, দে'খ যেন বেশী দূরে যেওনা। (অশ্রু মোছন)

(আলোর প্রস্থান)

বিরাজ।—(সখেদে) আহা ! আলো যে আমার চাঁদের সুধা !

পৃথিবীর কলঙ্ক রেখা কখনো যে তার গায়ে পড়েনি ; আমি এমন অমৃতের ছবি খানি কেমন করে পায়ে দ'লে যাই ?

(রোদন)

(স্বার্থ সিদ্ধের প্রবেশ)

স্বার্থ সিদ্ধ।—প্রস্তুত হয়েছ ? (বিরাজ নিরুত্তর) নীরব হ'য়ে র'লে যে! তার কাছে বিদায় নিয়েছ ?

বিরাজ।—(সকাতরে) আমি যে কিছু বল্‌তে পারিনে আমার মুখ বেঁধে গেছে, স্বার্থসিদ্ধ ! অমন কথা আর ব'লনা, আমায় দয়া কর।

স্বার্থসিদ্ধ।—(সদম্ভে) কেন পারবেনা ? তুমি না বলেছিলে আমার জন্যে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছ, তবে এইটুকু পার্‌বেনা কেন ?

বিরাজ।—(অধীর ভাবে) প্রাণ !! সেত তুচ্ছ কথা ! এযে প্রাণ হতেও অনেক বেশী। স্বার্থসিদ্ধ ! তুমি জান না আলো আমার কত আদরের !

স্বার্থসিদ্ধ।—(বিরক্ত হইয়া) আছে তো তোমার আছে, আমার সঙ্গে কি ? ওসব ঢংয়ের কথা আমি ভাল বাসিনে। তুমি এখন যাবে কিনা বল ? (বিরাজ নিরুত্তর) কই বল্‌বেনা ? দেখ, তোমার উপর একটু টান পড়েছে, তাই অত করে বল্‌ছি, ন'লে একবারের বেশী আমার সঙ্গে কথা কইতে পাত্তেনা।

বিরাজ। স্বার্থসিদ্ধি ! আলো যে কিছুই জানেনা সে যে নির্দ্দোষী বালিকা ! আহা ! যার সরলতা পূর্ণ মুখখানি দেখ্‌তে পেলে স্নেহে প্রাণ গলে যায়, তাকে এমন নিষ্ঠুর বাক্যে কেমন করে বিদ্ধ করি ? স্বার্থসিদ্ধ আমি পায়ে পড়ে প্রার্থনা

করি তার প্রতি এমন নির্দ্দয় হইওনা। একবার সদয় ভাবে তাকে সঙ্গে যেতে বল। আহা! আলো তোমায় কত ভাল বাসে! বল দেখি, সে কিসে তোমার কাছে অপরাধিনী ?

স্বার্থসিদ্ধ।—(বিরক্ত ভাবে) অপরাধিনী আবার কিসে হবে ? সে যে ভিখারিণী বেশে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়—এইটীই তার যথেষ্ট অপরাধ! এতদিন একরকমে ছিলেম কিন্তু এখন আমার লোক জনদিগের সাক্ষাত্তে ওকে আদর কত্তে কিম্বা ওর সঙ্গে কথা বল্‌তে আর পার্‌বনা; 'আমি রাজা, ও'র মত ছোট লোকের সঙ্গে মিশা মিশি কল্লে পরে আমার লোকের কাছে আমাকে ঘৃণা, লজ্জা, অপমান এ সবটাই যথেষ্ট পরিমাণে পেতে হবে। আর কিনা বলেছ ?—ও আমায় ভাল বাসে! এইটে তো আমার বড় সৌভাগ্যের কথা! হাঃ! হাঃ!! হা!!! (গর্ব্বিত ও ব্যঙ্গভাবে হাস্য) আমি রাজা, কে না আমায় ভালবাসে! যেথায় আশা, সেথায়ই ভালবাসা! রাজাকে সকলেই ভালবেসে থাকে। এজন্য আমাকে আমি ভাগ্যবান বলে মনে কত্তে পারিনে। কিন্তু আমি যদি কখনও কারো প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে থাকি, তবে সেইটী তার পরম ভাগ্য ব'লে মান্‌তে হবে। দায়ে প'ড়ে কতদিন ও'কে আদর ক'রেছি সেই যথেষ্ট। এ হ'তে বেশী দয়ার প্রত্যাশা আমার কাছে ক'রনা।

বিরাজ।—(সকাতরে) স্বার্থসিদ্ধ! অমন কথা ব'লে প্রাণে আর আঘাত দিও না। আহা! রাজা হয়েছ, সুখের কথা; কিন্তু

তা ব'লেই কি কেউকে আদর কর্‌বেনা, ভালবাস্‌বেনা, দয়া দেখাবেনা ? রাজা হলে তাকে যে এ সকল গুণে পরিশোভিত হ'তে হবে, ন'লে তাকে মানাবে কেন ? রাজাকে জগতের জন্ত দয়ার ভাণ্ডার খুলে দিতে হয় ; দয়াবান, ক্ষমাশীল রাজা না হ'লে তা হ'তে কেহ সুখী হ'তে পারেনা, আর সে রাজ্যেরও সদা অমঙ্গলের ভয় থাকে। স্বার্থসিদ্ধ ! সকলে তোমার কাছে প্রত্যাশী ব'লেই কি তোমায় ভালবাসে ? না, না, তাতো নয় ; সত্য তুমি রাজা, তোমার অসীম ক্ষমতা আছে, কিন্তু বল দেখি প্রেমহীন রাজার নিকট লোকে কি প্রত্যাশা ক'ত্তে পারে ? তোমাকে ভয় ক'রে যে সকলে ভালবাসে সে তো পূর্ণ ভালবাসা নয়, তুমি ভুল বুঝেছ। স্বার্থসিদ্ধ ! তোমার মনের এই ভ্রমটী দূর ক'রে ফেল ; তোমার ভাব দে'খে প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। আর দেখ, যখন তোমার কথা ব্যতিত, তুমি যে রাজা এ'র অন্ত কোন প্রমাণ ছিল না, যখন তুমি নিরাশ্রয় ভাবে মৃত্যু শয্যায় পতিত ছিলে, তখন আলো বালিকা হ'য়েও আমাপেক্ষা অধিক যত্নে তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছে, সেত একবারও তোমার ঐশ্বর্য্যের পানে ফিরে চায়নি ; সে তোমায় আদর ক'রে, ভালবেসে সুখী হয়, তাই তোমাকে ভালবাসে। স্বার্থসিদ্ধ ! সংসারের গরলরাশি কখনো যাকে স্পর্শ করেনি, আহা ! সে বালিকার কি এই পরিণাম ? (রোদন)

স্বার্থসিদ্ধ।—(সক্রোধে) কি ? আমায় এখনো উপদেশ দিতেছিস্‌ ? আমি কখনো স্ত্রীলোকের কথা শুনিনে ; আমারমত

রাজাকে মেয়েমানুষের ইচ্ছামত চল্‌তে হবে? ছি! ছি! কি ঘৃণার কথা! দেখ্‌, আর ওরকম কথা বল্‌বি তো এই অসির বাঁটে তোর মুখ ভেঙ্গে দিব।

বিরাজ।—(কাতর ও ভগ্নস্বরে) স্বার্থসিদ্ধ! আমি যে না ব'লে থাকৃতে পারিনে, প্রাণ যে আমার ভেঙ্গে যায়!

স্বার্থসিদ্ধ।—(সক্রোধে) থাক্ তবে ভেঙ্গেই দি।

(অসির বাঁটে বিরাজকে পুনঃ পুনঃ আঘাত ও রক্তপতন)

(অদূরে আলোর প্রবেশ)।

আলো।—(স্বগত) আমি যে মালা গাঁথ্‌তে পাল্লেম না, ফুল তুল্‌তে যাওয়ার সময় দিদি যে আমার কেঁদেছে। দিদির চ'খে জল দেখ্‌লে আমি আর কিছুই কত্তে পারিনে, সারাটী পথ কেবল দিদির জলে ভরা মুখখানি ভেবে কেঁদে এসেছি। যাই—আমার দিদির কাছে যাই, তাঁকে না দেখ্‌লে পরে মন আমার ঠিক হবেনা। (দ্রুতপদে ও অধীরভাবে বিরাজের নিকটে গমন)

আলো।—(বিরাজকে দেখিয়া ব্যাকুল ভাবে) একি দিদি? তোমার শরীর খানি যে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। এ কেমন করে হ'ল? দিদি! বলনা? তোমায় এমন দেখে চোখ দুটী যে আমার আঁধার হ'য়ে গিয়েছে, আমি আর দাঁড়াতে পারিনে; দিদি, আমায় ধ'রে রাখ।

(অচেতন হইয়া আলোর ভূমিতে পতন)।

বিরাজ।—(সভয়ে আলোকে কোলে লইয়া) হায়! আমি যে ভয়ে এত কাতর হইয়েছিলেম, আমায় কি এখন তাই দেখ্‌তে হবে?

(রোদন, ও অর্দ্ধ গ্রথিত ফুলের মালার আলোকে ব্যজন)।

স্বার্থসিদ্ধ।—দেখ্, আমার চ'খের কাছে ওকে কোলে নিয়ে থাক্‌তে পার্‌বিনে, মাটীতে পড়েছিল, তুই আদর করে কোলে তুল্‌লি কেন? বুঝি আমাকে অপমান করা? এত সাহস! আমার উপর অবাধ্যতা? দেখি, তোর এ ক্ষমতা কোথায় থাকে! দে এখনি ও'কে মাটীতে ফেলে; তা না হলে এই তরবারিতে তোদের দ্বিখণ্ড করে ফেল্‌ব।

বিরাজ।—(সভয়ে ও সকাতরে) স্বার্থসিদ্ধ! কেন আমায় কাঁদাও? তোমার পায়ে পড়ি, দয়া করে আমার প্রাণ রাখ; স্বার্থসিদ্ধ! আমি আমার জন্য ভাবিনে, আমার আলোকে বাঁচাও। আহা! আলো যে আমা বিনে আর কিছুই জানে না, বল দেখি কেমন করে তাকে অকূল পাথারে ভাসিয়ে দি? (আলোকে বক্ষে ধরিয়া রোদন)

স্বার্থসিদ্ধ।—না—এ ছুঁড়িকে নিয়েই যত গোলযোগ, ওকে কেঁটে না ফেল্লে আর কিছুতেই অশান্তি ঘুচ্‌বেনা। দেখ্, এখনি আমি ওকে তোর বুকে নেওয়ার সাধ মিটাই।

(সক্রোধে আলোর উপরে অসি উত্তোলন)।

বিরাজ।—(উন্মাদের ন্যায়) হায়! হায়! একি সর্ব্বনাশ! একি সর্ব্বনাশ! স্বার্থসিদ্ধ! স্বার্থসিদ্ধ! আমার আলোকে বাঁচাও তুমি! (অধীর ভাবে অসি ধারণ)

স্বার্থসিদ্ধ।—তবে ছল্, ওকে ফেলে রেখে। ন'লে কিছুতেই আমি ছাড়্‌বনা।

বিরাজ।—(সকাতরে আলোর প্রতি দৃষ্টি করিয়া স্বগত) আহা! এমন ভাবে ফেলে রেখে কেমন করে যাই। না, আমাকে যেতেই হবে; স্বার্থসিদ্ধ যে রকম উন্মাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে, ওঁর কথা শুনে না চল্লে আলো আমার প্রাণে বাঁচ্‌বেনা। আলো! প্রাণাধিকে! তোমায় অকূল পাথারে ভাসিয়ে দিয়ে যাই আমি! আমার জন্যে মনে কিছু দুঃখ ক'রনা, তুমি প্রাণে বেঁচে থাক্‌লে আমার মত কত শত 'বিরাজ দিদি' মিল্‌বে তোমার! কিন্তু আমিই চির দিনের জন্যে 'আলোর' ভিখারিণী হলেম।

(অধীর ভাবে রোদন)

স্বার্থসিদ্ধ।—(সচঞ্চল ভাবে) কই, তুই যে নীরব হয়ে ব'সে রইলি! শুন্‌বিনে আমার কথা?

বিরাজ।—(সকাতরে) স্বার্থসিদ্ধ! আর একটু অপেক্ষা কর, আলোকে সচেতন করে নি, আহা! এ বিজন বনে, গভীর নিশিথে ওকে এমন ভাবে কার কাছে রেখে যাই?

স্বার্থসিদ্ধ। (সদন্তে মাটীতে পদাঘাত করিয়া) তা আমি জানিনে! তুই চল্।

আলো।—(চেতনা পাইয়া ও বিরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) একি? আমার চোখের কাছে দিদির রক্ত মাখান ছবি খানি কে এঁকে রেখেছে? আহা! আমি যে আর চাইতে পারিনে, প্রাণ আমার ভেঙ্গে যায়। চোখ দুটী মুদে পড়ে থাকি। (দুই হাতে চক্ষু ঢাকিয়া রোদন)।

স্বার্থসিদ্ধ।—(বজ্রনাদে আলোর প্রতি) দেখ্, মনের সাধ মিটিয়ে কাঁদিস্ এখন! শোন্ আমার কথা!

আলো।—(সভয়ে চারিদিগে চাহিয়া) য়্যাঁ ? কে ডাক্‌লে আমায় ? ওকি ? রাজা ! তুমি এমন ভাবে দাঁড়ায়ে কেন ? দিদি ! আবার কি রাজার অসুখ হল ? ওঁকে দেখে প্রাণ যে আমার কেঁদে উঠ্‌ছে, আহা ! একবার কত কেঁদেছি আবারও কি ওঁর জন্যে কাঁদ্‌তে হবে দিদি ? (অধীর ভাবে উঠিয়া) রাজা ! বলনা তোমার কি অসুখ হয়েছে ? আমি প্রাণ দিয়ে তোমায় ভাল করে দিব। আহা ! তোমাদের এমন দেখ্‌লে যে আমি পাগল হয়ে যাই, কিছুতেই আর স্থির হ'তে পারিনে। বলনা তোমার কি অসুখ হয়েছে ?

স্বার্থসিদ্ধ।—না, আমার কোন অসুখ হয় নি ; যা হয়েছে তোকে ভেঙ্গে বল্‌ছি শোন। দেখ্‌ আমরা কাল ভোরে বাড়ী যাব, আমি তোকে সঙ্গে নিয়ে যেতে সম্মত হইনি বলে 'ও' আমার অবাধ্য হয়ে আমায় অপমান করেছে, স্বামীর কথা যে অবহেলা কত্তে পারে তার মত পাপী আর সংসারে নেই। কত মেরেছি, তবু তোকে ফেলে যেতে চায়না ; দেখ্‌, সত্য বল্‌ছি, ও'যদি অমন করে, তবে এই দণ্ডে ওকে কেঁটে ফেল্‌ব।

আলো।—(সবিস্ময়ে ও অধীর ভাবে) কেঁটে ফেল্‌বে ? আমার দিদিকে কেঁটে ফেল্‌বে ? কেন ? সে কি করেছে ? আমায় সঙ্গে নিয়ে যেতে চায় ব'লে ? রাজা, আমার দিদিকে এমন করে মেরেছ তুমি ? আহা ! তুমি এমন নির্দ্দয় কেন ? দিদি যে আমার প্রেমের পুতলি, ফুলের বাতাস গায়ে লাগ্‌লে মুখখানি ঘেমে উঠে। কেমন

করে তুমি আমার দিদির সোনার গায়ে এমন কঠিন আঘাত করেছ? আহা! প্রাণ যে আমার কেঁদে উঠ্‌ছে দিদি! আমার জন্যে এমন ব্যথা পেয়েছ তুমি? বুক আমার ভেঙ্গে যাচ্ছে, ধরে রাখ! ধ'রে রাখ! দিদি! আমার বুক বুঝি ভেঙ্গে গেল!

(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

বিরাজ।—(সবিষাদে) হায়! আমার হৃদয় কি পাষাণ! (আলোকে বুকে লইয়া বসনাঞ্চলে ব্যজন) আলো! আলো! তুমি কি আর আমায় দিদি বলে ডাক্‌বেনা? (রোদন)

স্বার্থসিদ্ধ।—(স্বগত) আঃ! কি আপদে পড়েছি! সময় ব'য়ে যাচ্ছে, এখনও এদিগে কিছুই হলনা; দেখি আর একটুক, ওছুঁড়ি যদি সম্মত না হয় তবে দুজনকেই শেষ ক'রে যাব।

(অধীর ভাবে পদচারণ)

আলো।—(ধীরে ধীরে চাহিয়া সকাতরে) দিদি কোথায়? আমার দিদি কোথায়? দিদি! আমায় ফেলে যাবে তুমি? আহা! আমি যে বড় দুঃখী; তুমি বিনে আমার আর কেউ নেই! দিদি! আমি ঘুমিয়েছিলেম, ঘুমের ঘোরে কে যেন ব'লেছে তুমি আমায় ফেলে যাবে! আর দেখেছি তোমার মুখ খানি যেন রক্ত মাখান! ওমা একি? এ যে সত্যি মুখ খানি রক্তে ডুবে গেছে! দিদি! দিদি! আমায় বুকে চেপে রাখ! আমি ভয় পেয়েছি দিদি, দেখ, ভয়ে আমার শরীর কাঁপ্‌ছে!

বিরাজ।—(সস্নেহে ও সবিষাদে) ভয় কি তোমার? আলো! এই যে তোমায় আমি বুকে রেখেছি।

স্বার্থসিদ্ধ।—(আলোর প্রতি) দেখ্‌ আলো, তুইও কি আমার

কথা শুন্‌বিনে? যদি না শুনিস্‌ তবে ও'কে আরো মারব্‌। ওর গায়ের উপর দিয়ে রুধিরের ঢেউ ব'য়ে যাবে! তখন তুই আরো কত কাঁদ্‌বি।

আলো।—(সভয়ে উঠিয়া) য়্যাঁ! আরো মারবে? না, না, না, তুমি আমার দিদিকে আর মে'র না, তা হলে আমি ম'রে যাব! বল আমায় কি ক'ত্তে হবে, তুমি যা বল্‌বে তাই শুনব।

স্বার্থসিদ্ধ।—আচ্ছা, তবে তোর সেই ছেঁড়া কাপর খানি পড়ে এখনি এখান হতে দূরে চলে যা। আর তুই ওর কাছে আসিস্‌নে। যদি আর কখনও তোর সঙ্গে দেখা হয় তবে সেই দণ্ডেই ওকে দুখানি ক'রে কেঁটে ফেল্‌ব।

আলো।—(ব্যকুল হইয়া) না, না, আমি যাই, অমন কথা আর ব'লনা; আহা! আমার দিদিকে আর দুঃখ দিওনা। দেখ রাজা, আমি মনে ক'রেছিলেম, তুমি আমার দিদিকে আমা হতেও কত বেশী ভালবাস্‌বে, তাই দেখে আহ্লাদে গ'লে যাব, কিন্তু তা হ'লনা, আমি যাই। রাজা, তুমি আমার দিদিকে আদর করে যত্নে রে'খ। আহা! আমার দিদি বড় দুঃখ পেয়েছে, তাকে আর ব্যথা দিওনা।

(ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া আলো
প্রস্থানোদ্যত ও বিরাজের ধারণ)।

বিরাজ।—(সতেজ গম্ভীর স্বরে) আলো! কোথায় যাবে? আমি এমন ভাবে কথনো তোমায় যেতে দিবনা! প্রাণ যায় যাক্‌, তুমি আমার কোলে এস। আমি আমার প্রাণের জন্যে ভয় করিনে।

স্বার্থসিদ্ধ।—(সক্রোধে) কি ? এত সাহস ? তুই প্রাণের ভয় করিস্‌নে ? আচ্ছা, তবে দেখ্‌! (সজোরে অসির বাঁটে আঘাত)

আলো।—(ব্যাকুল হইয়া) দিদি ! আমায় ছেড়ে দেও, ছেড়ে দেও, আমি চ'লে যাই ; আহা ! আর যে তোমার পানে চাইতে পারিনে !

(সবেগে বিরাজের হস্ত নিক্ষেপ করিয়া আলোর প্রস্থান)।

বিরাজ।—আহা ! যে আমা বিনে জানেনা, সে যে আজ আমায় ফেলে চ'লে গেল ! বালিকা, নিরাশ্রয়া, চির দুঃখিনী আলো আমার ! না, না, আমি এমন ভাবে তাকে ছেড়ে যেতে পার্‌ব না ! দেখি আমার আলো কোথায় ! (প্রস্থানোদ্যত)

স্বার্থসিদ্ধ। আর যেতে হবেনা, এইখানে দাঁড়া !

(সজোরে ধারণ)

বিরাজ। (ঈষৎ ক্রোধ ও অভিমানের স্বরে) যাও, তুমি বড় নির্দ্দয় ! (সবেগে প্রস্থান)

বিংশ দৃশ্য। বন।

(উন্মাদিনী বেশে আলো।)

আলো।—(অধীর পদে এদিগ ওদিগ ভ্রমণ করিতে করিতে) আহা ! দিদি অমার কত ব্যথা পেয়েছে ! মুখ খানি রুধিরে ডুবে গিয়েছে ! আমি তাঁকে ফেলে চলে এসেছি, আমার দিদিকে ফেলে চলে এসেছি ! দিদি যে আমার জন্যে কাঁদ্‌বে ! না, না, দিদি, তুমি কেঁদ না, তুমি কেঁদ না ; তা হলে আর

আমি বাঁচ্‌বনা ! আমি যে দিদিকে না দেখে থাকতে পারিনে; না,না, পার্‌ব বই কি ? এই যে কতক্ষণ আমি ছেড়ে রয়েছি ! রাজা, তুমি আমার দিদিকে আর মে'র না ! আহা কেবলি যে দিদির রক্ত মাথান মুখ থানি মনে পড়্‌ছে ! অনেকক্ষণ হ'ল তাঁকে দেখিনে, প্রাণ যে আমার কেঁদে উঠ্‌ছে !

(ব্যাকুল ভাবে বিরাজের প্রবেশ)।

বিরাজ। —আলো ! আলো ! আমি সারাটী বন খুঁজে বেড়াচ্ছি, কোথাও যে পেলেম না, আহা ! কে ব'লে দিবে আমার আলো কোথায় ? আলো ! দিদি যে তোমার পাগল হ'য়ে এসেছে, তাকে সারা দিবে না তুমি ?

(চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি সঞ্চালন, এবং আলোকে দেখিয়া)

আহা ! এই যে আলো আমার ! আলো ! এমন ভাবেই কি সারাটী রাত বনে বনে ঘুড়ে বেড়াবে ? তুমি এমন হ'লে, দিদিযে তোমার ম'রে যাবে আলো !

আলো ।—য়্যাঁ ! দিদি এসেছ ? আহা ! তোমায় বড় ব্যথা দিয়ে এসেছি আমি, দিদি ! আমার উপর রাগ ক'র না, দেখ দিদি, তোমায় ফেলে এসে আমি কত কেঁদেছি, চ'খের জলে আমার কাপড় খানি ভিজে গিয়েছে ; দিদি ! আমার কাছে এস, প্রাণ ভ'রে এক বার তোমায় দেখেনি, আহা ! আর যে তোমায় দেখ্‌তে পাবনা ! কোথায় তুমি ? দিদি ! আমার কাছে এস, আমি চ'খের জলে কিছুই যে দেখ্‌তে পাইনে দিদি, কেঁদে কেঁদে চোখ দুটী আমার আঁধার হয়ে গিয়েছে। কই ? দিদি ! আমার কাছে আস্‌বেনা তুমি ? তোমায় ফেলে এসেছি ব'লে কি রাগ ক'রেছ ?

বিরাজ।—(ব্যস্ত হইয়া) আলো! কোথায় যাও? এই যে আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছি! (আলোকে ধারণ) আহা! চ'খের জলে শরীর খানি যে ডুবিয়ে দিয়েছ! আলো! আমার জন্যে এত কাদ্‌বে কেন? আমি যে এখন রাজরাণী হয়েছি! আলো! আর কেঁদনা, আমার কোলে এস; রাত চ'লে গেল, আমার কোলে শুয়ে একটু ঘুমাও, ন'লে অসুখ হবে।

আলো।—(উদাসস্বরে) আমি ঘুমাব? আহা! কা'ল যে তুমি চ'লে যাবে! ভেবে প্রাণ আমার কেঁদে উঠে, কেমন ক'রে ঘুমাই দিদি? দিদি! আমি যে ঘুমের জন্যেই প্রস্তুত হয়েছি, চিরদিনের জন্যেই আমায় ঘুমাতে হবে, কিন্তু এমন আদর মাখান কথা তো আর কেউ বল্‌বে না দিদি?

(বিরাজের বুকে মুখ রাখিয়া অধীরভাবে রোদন)।

দেখ দিদি! আমি এখন আর তেমন বালিকা নই, কিন্তু স্নেহ দিয়ে তুমি আমায় শিশুটীর মত ক'রে রেখেছিলে! (সভয়ে) দিদি! দিদি! ছেড়ে দেও, আমায় ছেড়ে দেও, অই বুঝি রাজা আস্‌ছে, আমি কোলে রয়েছি দেখ্‌লে আবার তোমায় মার্‌বে! দিদি, তোমার পায়ে পড়ি ছেড়ে দেও আমায়। (উঠিতে উদ্যত)

বিরাজ।—(সজোরে বক্ষে চাপিয়া) আলো! এমন করে আর আমায় পাগল ক'র না! রাজা যদি আবার আমায় মারেন, তাতে ভয় কি? তোমায় বুকে নিলে যে আর কোন কষ্টই আমার বেশী হবেনা।

আলো।—দিদি! আমার চো'খ দুটী ভেঙ্গে আস্‌ছে, আমি

ঘুমাই ; আহা ! আরতো তোমার কোলে ঘুমাবনা !

(চক্ষু মুদিত করিয়া অবস্থান)

বিরাজ।—(সবিষাদে) আহা ! কেঁদে কেঁদে, পরিশ্রান্ত হয়ে আলো আমার ঘুমিয়ে পড়েছে ! আজ আর গোবিন্দ মন্দিরে যাবনা, স্বার্থসিদ্ধ দেখ্‌লে আবার বিপদ হবে। আ-লোকে কোলে নিয়ে এইখানে ব'সে থাকি।

(নিদ্রিতা আলোকে কোলে লইয়া বিরাজের উপবেশন)।

একবিংশ দৃশ্য। গোবিন্দ মন্দির।

(আলো ও বিরাজ) !

আলো।—দিদি ! আমি তো এখন স্থির হয়েছি, তবে আর অমন করে কাঁদ্‌ছ কেন ? দিদি ! কেঁদনা তুমি, আনন্দ মনে আমায় বিদায় দেও। দেখ, সময় হয়ে এসেছে, আর বিলম্ব ক'র না, রাজা আবার তোমার উপর রাগ করবেন।

বিরাজ।—আলো ! বল দেখি কেমন ক'রে তোমায় একা ফেলে যাই ? (রোদন)

আলো।—(সচঞ্চলভাবে) কেন দিদি, একা ফেলে যাবে কেন ? এইযে গোবিন্দ রয়েছেন, তুমি আমায় গোবিন্দের কাছে রেখে যাও ; আমি একা থাক্‌ব কেন দিদি ? আহা ! ওকি ? কেঁদেযে একেবারে মুখখানি ভাসিয়ে দিলে ! না, না অত কেঁদনা, তা হ'লে আমি বাঁচ্‌বনা দিদি। তুমি আর কেঁদনা ; এই দেখনা দিদি, আমি স্থির হয়েছি, তবে আর কাঁদ্‌বে কেন ? (শশব্যস্তে) দিদি ! অই শোন, রাজার যাওয়ার

সময় হ'য়েছে আনন্দে দুন্দুভি বেজে উঠেছে! আর বিলম্ব ক'রনা, শীঘ্র প্রস্তুত হয়ে নেও। দিদি! রাজা যে ব'লেছেন তাঁর কথা না শুন্‌লে তোমার পাপ হবে। দিদি আমার পাপী হবে? না, না, এমন কখনো হতে পারেনা! তোমার পায়ে পড়ি দিদি, রাজার কথা শুনে আমায় বিদায় দেও, তাঁর অবাধ্য হ'য়ে আমার মনে ব্যথা দি'ওনা। আমার দিদি পাপী হলে আমি প্রাণে বাঁচ্‌বনা। অই শোন দিদি, তোমার যাও-য়ার জন্যে সঙ্কেত ধ্বনি হচ্ছে; আই শোন, রাজা বাঁশী বাজিয়ে তোমায় ডাক্‌ছেন। না, না, বুঝেছি, তুমি আমায় ছেড়ে দিবেনা; তোমার মনে ব্যথা দিয়েই এখন যেতে হবে। কই দিদি, কথা বল্‌বেনা? কেবলি কাঁদ্‌বে? (বসনা-ঞ্চলে বিরাজের চ'খের জল মুছিয়া) দিদি! সময় চলে গেল, এখন আমায় যেতে দেও; দেখ, তোমার যাওয়ার সময়তো কাছে থাক্‌বনা, তখন আমার চোখে জল এলে তুমি মনে ব্যথা পাবে। দিদি! তুমি রাজ-রাণী, রাজার আদরিণী হ'য়ে সুখে থাক, আমি চলে যাই।

(গোবিন্দ ও বিরাজের পদধুলি
লইয়া অধীর ভাবে আলোর প্রস্থান)।

বিরাজ।—(সবিষাদে) আহা! প্রাণটী ভেঙ্গে আলো আমার চ'লে গেল! সে বালিকা, কিছুই জানেনা, একাকিনী কেমন করে বাঁচ্‌বে? গোবিন্দ! দীনবন্ধু! তুমি আমার আলোকে রক্ষা কর। উঃ আর যে দাঁড়াতে পারিনে, সংসার আঁধার হয়ে এসেছে! (মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

দ্বাবিংশ দৃশ্য। বন পার্শ্বে বিজন প্রান্তর।

(বস্ত্রাবৃত বক্ষে আলোর প্রবেশ)

আলো।—(উদাস ভাবে) আহা! এই যে বিশাল শয্যা প'ড়ে রয়েছে! আলো! আলো! তোর দিদির শান্তিভরা বুকে যে আর স্থান পাবিনে তুই! তবে আর কেন পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াস্? এই দেখ্, কেমন সুন্দর শয্যা! আলো! আর কাঁদিস্‌নে, হেথায় মনের সাধে চির ঘুমে প'ড়ে থাক্।

(নয়ন মুদিত করিয়া মৃত্তিকায় শয়ন

(চঞ্চল পদে বিরাজের প্রবেশ)।

বিরাজ।—আর একটী বার আমার আলোকে দেখে যাব মনে ক'রে এসেছি, কিন্তু কোথায়? আমি যে তাকে খুঁজে পাইনে, আলো আমার কোথায় চ'লে গেল? (আলোকে দেখিয়া) একি আলো? মাটীতে প'ড়ে আছ? আহা! এই কি তোমার উপযুক্ত স্থান? উঃ! আর যে এসব দেখ্‌তে পারিনে, আয় আলো! আমার কোলে আয়!

আলো।—(চক্ষু মেলিয়া সভয়ে) দিদি! দিদি! স'রে যাও! আমার কাছে এসনা, আমি সাপ ধ'রেছি। দিদি! আমায় ছুঁয়োনা, দুরন্ত বিষধর তোমায় দংশন করবে। একটু স'রে দাড়াও দিদি, আমি দূর হতে আর একবার তোমায় দেখে যাই!

বিরাজ।—(সবিস্ময়ে ও ব্যাকুল ভাবে) হ্যাঁ! সাপ ধরেছ?

বল কি ? হায় ! তবে বুঝি আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে ! আহা ! একি ! চোখ দুটী যে মু'দে এল, আলো ! কোথায় যাবে ? আমায় ফেলে কোথায় যাবে তুমি ?

(উন্মাদিনীর ন্যায় আলোকে বক্ষে ধারণ, ও বিরাজের বক্ষে সর্প-দংশন) ।

আলো ! তুমি বালিকা, একা যেতে পার্‌বে কেন ? এস, তোমায় বুকে তুলে নিয়ে যাই !

(ভুজঙ্গের প্রস্থান, ও আলোকে বুকে লইয়া বিরাজের পতন) ।

আলো ।—(ঈষৎ হাসিয়া ক্ষীণস্বরে) দিদি ! অই দেখ, উপরের দিকে চেয়ে দেখ, কে যেন স্নেহ ভরে আমাদের ডাক্‌ছেন !

(শূন্যে গোবিন্দ মূর্ত্তির আবির্ভাব)

বিরাজ ।— (ঊর্দ্ধ দিকে চাহিয়া) আহা ! অই যে গোবিন্দ এসেছেন ! আলো ! এস, একবার প্রাণভ'রে গোবিন্দ ব'লে ডেকে নি, অই সুধানামে সকল দুঃখ চ'লে যাবে !

আলো ও বিরাজ ।—(ভক্তিপূর্ণ ঈষৎ উচ্চ কণ্ঠে)

আহা ! গোবিন্দ ! গোবিন্দ !
প্রভো ! হৃদয় আনন্দময় !
(এই) দুঃখে ভরা প্রাণ দুটী,
করগো শ্রীপদে লয় ॥

(করযোড়ে ধীরে ধীরে প্রণাম)

(উভয়ের মৃত্যু, গোবিন্দ মূর্ত্তির অন্তর্ধ্যান) ।

(ভিখারিণী বেশে জগত জননীর প্রবেশ) ।

জগত জননী।— গান।

আমার ছুটী চাঁদের কণা

ভেঙ্গে যে প'ড়েছে গো

কোথায় যেন অযতনে,

আমি খুঁজে নিয়ে আদর ক'রে

(তাদের) হৃদয়ে রাখিব গো ॥

(আলো ও বিরাজকে ক্রোড়ে ধারণ)

(দুইটী বালকের প্রবেশ)।

উভয়ে।—(নাচিতে নাচিতে) গাণ।—

বল্ দেখি ভাই,

এমন মরণ কোথায় পাই ?

মা যদি নেন কোলে তুলে,

(মোরা) সাধ ক'রে যে ম'রে যাই !

বল্ দেখি ভাই,

এমন মরণ কোথায় পাই ॥

(নাচিতে নাচিতে প্রস্থান।)



দীনদয়ালের মুক্তি-তরী—

শবর-বালা—

উল্লিখিত পুস্তক প্রাপ্তির ঠিকানা—

ইয়াং ম্যান্ এণ্ড্ কোং

ময়মনসিংহ ; ছোটবাজার।